ব্রহ্মর্ষির উপদেশমালা
ও
সেবকের পুষ্পাঞ্জলি

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ৫০ আনা

সুতরাগড়, শান্তিপুর, (নদীয়া) হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

রাগিনী পরজ বাহার—তাল কাওয়ালি।

শ্রীগুরুচরণ কর সার (মন)
পতিতপাবন গুরু ভবকর্ণধার

পাতকী-জনকারণ, নররূপে নারায়ণ,
কৃপাবিতরণ করি কর্ণে দেন সুধাধার।

গুরুকে যে ভাবে নর, মন্ত্রে জ্ঞান করে অক্ষর,
ইহলোকে দুঃখ ভোগ পরেতে নরক তার।

কামনা সিদ্ধি 'গ' কারে, 'রেফ' পাপ দহন করে,
'উ' কার পরমশিব পরব্রহ্ম পরাৎপর।

গুরু পিতা গুরু মাতা, গুরু মন্ত্রময় ইষ্টদেবতা,
অক্ষয় গুরুপদে রাখ মতি ভাবনা কি তোমার।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ভূমিকা

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং নিত্যং নমাম্যহম্ ।

যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার মঙ্গলের নিদান, যে পবিত্র গুরুশব্দ ভক্তিপূর্ব্বক উচ্চারণ মাত্রেই ভক্তগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, যাঁহার পূত নামস্মরণে সেবকের সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় হয়, আমি সেই শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করিয়া তাঁহারই শ্রীমুখবিনিসৃত উপদেশাবলী এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সন ১৩০৮ সালের ১৯ পৌষ সুতরাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মর্ষি অসীমানন্দ নামক জনৈক মহাত্মাকে বর্দ্ধমান জেলার কৈওড় গ্রাম হইতে সঙ্গে আনিয়া এই সুতরাগড় গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচুগোপাল ইন্দ্র মহাশয়ের বাটিতে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পাঁচু বাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। আমি তাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি ওজস্বিতার সহিত আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি আমার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে তোমার পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।" আমি তাঁহার সেই কথানুসারেই তাঁহাকে তৎপর দিবস আমার বাটীতে আনয়ন করিয়া দীক্ষিত হইয়াছিলাম। তিনি আমার

বাটীতে ত্রয়োদশ দিবস মাত্র ছিলেন। তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন,—"আমার নাম ব্রহ্মর্ষি অসীমানন্দ ও তোমার গুরু ইহাই জানিও।" তাঁহার পরিচয় জানিতে আমাকে নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে,—"আমি হাওড়ার নিকটবর্ত্তী ব্যাঁটরাগ্রামের শীতলাতলার মুখোপাধ্যায়বংশীয়, আমি বর্দ্ধমান জেলার কৈওড়গ্রামস্থ গোস্বামিবাটীর জামতা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি। আমার সাংসারিক নাম শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং গুরুপ্রদত্ত নাম ব্রহ্মর্ষি অসীমানন্দ। আমি যোগীরাজ ভাস্করানন্দ স্বামি-সরস্বতীর শিষ্য।" তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্তই শুনিয়াছি। তাঁহার আলৌকিক কার্য্য ও বাক্যাবলী যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম না। শ্রীগুরুদেব আমার বাটী হইতে চলিয়া যাওয়ার ৭।৮ মাস মধ্যে অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর বয়সে, ৺কাশীধামের দশাশ্বমেধ ঘাটে সমাধিযোগে দেহরক্ষা করেন—এ কথা তাঁহার সহপাঠী, প্রতিবেশী এবং শিষ্য বাবু হীরালাল ঘোষ মহাশয় আমার নিকট বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই চারিটী অত্যদ্ভুত যোগশক্তির বিষয়ও বিবৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই পুস্করতীর্থ ও পশ্চিম প্রদেশের নানা স্থানে থাকিয়া কাটাই-তেন। এদেশে খুব কম সময়ই থাকিতেন। যদ্যপি কোন মহাত্মার অথবা তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কাহারও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য জানা থাকে, সদাশয়তা পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

সেই কারুণ্যপ্রতিম শ্রীগুরুর সর্ব্বতাপ-প্রশমিনী কল্যাণময়ী বাণী সুদীর্ঘকাল আমার তাপিত প্রাণে শান্তিসুধা বর্ষণপূর্ব্বক আমার হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা-তরু-বীজ অঙ্কুরিত করিয়া পূত সলিলা ভাগীরথীর ন্যায় প্রবাহিতা হইতেছিল, এক্ষণে তাহার সহিত শ্রীগুরুদেবের কৃপা-মন্দাকিনীর পবিত্র প্রবাহ সম্মিলিত হইয়া অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধাতরু পুষ্পিত করায়, আমার চিত্তপ্রসন্নকর সেই কুসুমরাজি চয়ন করিয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্মে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম। ইতি

সুতরাগড়, শান্তিপুর,
জেলা নদীয়া।
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ সাল

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সূচী পত্র

ব্রহ্মর্ষির উপদেশমালা

গুরোর্ব্বাক্যং মূলমন্ত্রং পরং ব্রহ্ম স্বয়ং গুরুঃ।

১

সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্ব্বভূতে বিশ্বাত্মার দর্শন ও উপলব্ধি।

২

বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মের দ্বারাই এ ব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত আছে। ব্রহ্মের অতিরিক্ত পদার্থ নাই। চতুর্দ্দিকে যে জড় প্রকৃতি দেখিতে পাই তাহা চৈতন্যেরই আভাস মাত্র। পাশ্চাত্য দর্শনবিৎ ডেকার্টে ও বার্কলেও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

৩

জড় ও চৈতন্যের মধ্যে দুইটি শক্তি প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছে। একটিকে অবসর্পিনী ও অপরটিকে উৎসর্পিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। একটি শক্তি দ্বারা চৈতন্য পদার্থ জড়ীয় মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, অপর শক্তির সাহায্যে জড়ীয় মূর্ত্তি সকল জড়ীয়

ভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া চিদ্ঘন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। জড়ীয় ভাব ত্যাগ করিয়া চিদ্‌স্বারূপ্য লাভ করাই ধর্ম্মসাধন।

৪

এক একটি ভাব ও চিন্তা এক একটি কেন্দ্রীভূত শক্তি। প্রত্যেক জড়ীয় মূর্ত্তিই এক একটি ভাব বা চিন্তার অভিব্যক্তি। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের চিন্তাপ্রসূত।

৫

এই ভৌতিক জগতে সর্ব্বদা যে সমস্ত ভৌতিক ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের মূলে এক একটি চৈতন্য-শক্তি কার্য্য করিতেছে। এই চৈতন্য-শক্তি ব্রহ্মের রূপান্তরিত এক একটি চৈতন্যময় জীব বিশেষ। আর্য্য শাস্ত্রে এই চৈতন্যশক্তি সমূহই দেবদেবীরূপে পরিকল্পিত ও বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণোক্ত তেত্রিশকোটী দেবতা এই অসংখ্য চৈতন্য-শক্তিরই অভিব্যক্তি। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড পরিচালন কার্য্যে তাঁহারা বিরাট ব্রহ্মেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিনিধি, এ বিষয়ে সন্দিহান হইবার প্রয়োজন নাই। মঙ্গলকামী মানবের পক্ষে তাঁহাদের শাস্ত্রবিহিত পূজা উপাসনাও কদাচ পরিবর্জ্জনীয় নহে।

৬

এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের সর্ব্বত্র একই বিশ্বাত্মার প্রকাশ, এই তত্ত্ব নিয়ত অনুধ্যান করিয়া জীবের প্রতি শত্রুভাব অর্থাৎ ক্রোধ বিদ্বেষ প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। যে পরমাত্মা আপনার মধ্যে বিদ্যমান তিনিই সর্ব্বভূতে প্রকাশমান, ইহা মনে রাখিয়া জগতে সকলের সহিত মৈত্রী করিবে। নিজে তরুতলশায়ী পথের ভিখারী হইলেও অপরের সুখ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষাপরায়ণ হইবে না। মনে করিবে আমিই নানা মূর্ত্তিতে এই ভূমণ্ডলে বিহার করিতেছি।

আমারই কোন এক মূর্ত্তি চীরপরিহিত দীন দরিদ্র এবং অপর কোন এক মূর্ত্তি স্বর্ণমুকুটধারী রাজরাজেশ্বর।

৭

যোগীর হৃদয়ে ব্রহ্ম তাপবিবর্জ্জিত জ্যোতিরূপে প্রতিভাত হন। শাস্ত্রে ব্রহ্মের রূপকে কোটী সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর অথচ কোটী চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভক্তের ভগবানও চিন্ময় মূর্ত্তি।

৮

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রতিনিয়তই অনাহত ধ্বনি হইতেছে এবং অতীন্দ্রিয় জগতে কত কত অলৌকিক দৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতের অনুপম শব্দ ও দৃশ্যরাজি আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। সে সকল উপভোগ করিবার সাধ থাকিলে যোগরাজ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মেন্দ্রিয়গুলির উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করিতে হইবে।

৯

যে সমস্ত অতিক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মভুতের সাহায্যে মনুষ্যের জীবন-ধারনোপযোগী খাদ্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত হয়, যোগী ব্যক্তি তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগের ক্রম অবগত হইতে সমর্থ। এই জন্য যোগসিদ্ধ মহাপুরুষেরা বায়ুরাশিস্থ সূক্ষ্মভুতের সাহায্যেই খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লয়েন এবং ইচ্ছামাত্রেই পরমাণুপুঞ্জের সমীকরণ দ্বারা নানা প্রকার বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন।

১০

শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য এবং অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রচারকগণ আপন আপন আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রচার-কার্য্যে তাঁহারা আধুনিক বক্তৃতা প্রণালীর সাহায্য লয়েন নাই। আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাঁহারা জীবগণকে আকর্ষণ করিতেন এবং তাহাদের প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিতেন।

১১

যে সকল মহাপ্রাণ মহাপুরুষ স্বকীয় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ভূমণ্ডলের যাবতীয় সত্ত্বমূর্ত্তিগুলিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া তামসমূর্ত্তিগুলিকে পরিবর্জ্জন বা সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অবতার নামে প্রখ্যাত হন। শাস্ত্রে সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের বিনাশরূপ যে ভগবানের অবতারত্বের হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই।

১২

পাপপূর্ণা বসুন্ধরার পাপভার হরণ করিবার নিমিত্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবতারত্বের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সংহার, সংরক্ষণ নহে।

১৩

ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন যোগরহস্যবিদ্ যে কোন ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারেন।

১৪

প্রেম ভক্তি প্রচার পক্ষে শূদ্রাদিও অধিকারী। কিন্তু শূদ্র কদাপি ব্রাহ্মণের আসন গ্রহণ করিয়া অপরের গুরু হইয়া বসিবেন না।

১৫

ভক্তি হইতেই জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানলাভ হইলেই মানবের চরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

১৬

সর্ব্ব প্রযত্নে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন ও প্রচার করিবে। সকলকে একাকার করিবার চেষ্টা সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। বৈচিত্র্যেই এ ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব, এবং সাম্যেই এ ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ। শাস্ত্রীয় ভাষায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের বিক্ষোভেই জগতের সৃষ্টি এবং গুণত্রয়ের সাম্যেই জগতের বিলয়।

১৭

সমাজের চিন্তাবিহীন নরপশুগণের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া, নির্ভীকচিত্তে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইবে।

১৮

কতকগুলি সত্ত্বমূর্ত্তি বাছিয়া লইয়া এক একটি চক্র বা মণ্ডলী গঠন করিবে। দেখিও সে চক্রে যেন কোন তামস মূর্ত্তি না প্রবেশ করিতে পারে। চক্রস্থ সত্ত্বমূর্ত্তিগুলি সকলে সমানধর্ম্মী ও সমপ্রাণ হইতে চেষ্টা করিবেন। প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে এইরূপ চক্রের অধিবেশন হওয়া আবশ্যক। প্রয়োজন বোধ হইলে, অন্যান্য তিথিতেও অধিবেশন হইতে পারে।

১৯

সুচতুর ও লোকচিত্তজ্ঞ হইতে চেষ্টা করিবে। সংসারে ধর্ম্মসাধনের অনেক বিড়ম্বনা। এজন্য সঙ্গিগণকে বিশেষতঃ শত্রুগণকে বিশেষরূপে চিনিয়া লওয়া আবশ্যক।

২০

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মপ্রাণ সুহৃদবর্গকে ভগবানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি মনে করিবে। কারণ সুহৃদরূপেই ভগবান তোমার আত্মার

পরিত্রাণ সাধন করিতেছেন। অপর পক্ষে তোমার অনিষ্টকারী শত্রুবর্গকে শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি চিন্তা করিবে।

২১

সকলেই আপন আপন রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন। এক জনের পক্ষে যে ধর্ম্ম উপযোগী, অপরের পক্ষে তাহা উপযোগী না হইতে পারে। এজন্য সদ্‌গুরুর সাহায্যে নিজের অনুকূল ধর্ম্ম চিনিয়া লইতে হইবে। ধৃষ্টতা বা হঠকারিতাপ্রযুক্ত কখন অপরের ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে যাইবে না।

২২

লোকাচারের অনুগত হইয়া, কুলগুরু নিন্দনীয় হইলেও তাঁহাকে বর্জ্জন করিবে না। কিন্তু ভবদুঃখ মোচনকারী ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ গুরু লাভ হইলে সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহারই পদাশ্রয় করিবে। অধুনা শিষ্যের তাপহারী, ব্রহ্মনিষ্ঠ নির্লোভ গুরুর বড়ই অভাব। এজন্য মনে হয় কুলগুরু প্রথা ক্রমে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। পারমার্থিক ব্যাপার আর্থিক ব্যাপারে পরিণত হইলে, তাহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

২৩

প্রাণপণে ভগবানে নির্ভর করিবে, অন্ততঃপক্ষে অদৃষ্টবাদী হইবে। জগদ্বিখ্যাত নেপোলিয়নের সুখ সৌভাগ্যের মূল অদৃষ্টে বিশ্বাস। পুরুষকার বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই। তবে যতকাল অজ্ঞান বিনষ্ট না হয়, ততকাল পুরুষকার আশ্রয় করিয়া থাকা শ্রেয়স্কর।

২৪

ভাগ্যহীন ব্যক্তির সহিত ব্যবসায় সূত্রে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হইবে না। এরূপ করিলে নিজের সৌভাগ্য নষ্ট হইবে। সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত রোগীর সঙ্গ করিলে নিজেও সেই পীড়াগ্রস্ত হইতে হয়।

২৫

যে সকল ব্যক্তির তড়িৎ-শক্তি তোমার অপেক্ষা অধিক তাহাদিগকে কদাপি অভিভূত করিতে যাইও না। এরূপ করিলে নিজেই বিনষ্ট হইবে।

২৬

যে সকল ব্যক্তির সংসর্গে চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হয় তাহাদের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জ্জন করিবে। মনের বল ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা চিন্তাশীল মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকভয়ে বা লজ্জাক্রমে চিত্তের স্থৈর্য্যহানিকর বা অপ্রসাদজনক কার্য্য করা আর আত্মহত্যা করা উভয়ই তুল্য।

২৭

যে আত্মা স্বাধীনভাবে পরলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই আত্মাই এই শরীরে বিগুমান। মানবগণের ইহলোকে স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

২৮

যে কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই পতিত হওনা কেন, কোন রূপেই চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট করিবে না। প্রয়োজন হইলে বিবাদ বিসম্বাদ করিতে পার—কিন্তু কার্য্য সমাপ্তির পর চিত্তে কোন প্রকার বিক্ষোভ আসিতে দিবে না। সংসারের কোলাহলে পড়িয়া চিত্তকে নষ্ট বা বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা অপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গলের কার্য্য আর কিছুই নাই। আত্মার হিতেচ্ছু ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে চিত্তের সমতা রক্ষা করিবেন।

২৯

যাহাকে তাহাকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিবে না। এরূপ করিলে তোমার সত্ত্বময়ী তড়িৎ-শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। আর তামস মূর্ত্তিগুলির পানে ভাল করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিবে না। ঐ প্রকার লোকের সহিত কথা কহিতে হইলে বিমুখ হইয়া অথবা ভূমির দিকে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া কথা কহিবে।

৩০

যিনি যতই কেন উচ্চপদস্থ বা শক্তিশালী হউন না, তাঁহার শক্তি দেখিয়া কখনই বিমুগ্ধ বা অভিভূত হইয়া যাইবে না।

৩১

প্রয়োজন বুঝিয়া কখন কখন লোকাচার ও দেশাচার রক্ষা করিবে।

৩২

কোন কোন লোক ভদ্রতার মুখস্ মুখে পরিয়া লোক সকলকে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। এরূপ বুঝিলে মুখসে খোঁচা মারিয়া মুখস্ ফেলিয়া দিতে পারিলে তাহার নিজ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।

৩৩

যত্মপি চিত্তে লোভ বা পরদ্রব্য অপহরণের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, তবে আর কোন বস্তু অপহরণ না করিয়া, লোকের মন চুরি করিতে শিক্ষা কর। লোকের মন চুরি করিলেই তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করা হইল। কারণ বিষয় বিভব সকলেরই অস্তিত্ব মনে। এই মন চুরি করিবার একটি মন্ত্র আছে, সে মন্ত্রের নাম **অকপট প্রেম**।

৩৪

যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাঁহাকে তাহা দিতে কদাপি কুণ্ঠিত হইবে না। পণ্ডিতকে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান জন্য, ধনীকে তাঁহার ঐশ্বর্য্য জন্য, বাগ্মীকে তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির জন্য এবং গায়ককে তাঁহার গান-শক্তির জন্য যথাযোগ্য আদর করিবে।

৩৫

কোন ব্যক্তির তোষামোদ করিবে না। আবার গুণী ব্যক্তির গুণ স্বীকার করিতেও লজ্জিত হইবে না। সমাজের কদর্য্য ও দোষাবহ রীতি নীতি সকল নির্ভীক চিত্তে প্রকাশ করিবে।

৩৬

যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে তাহা প্রাণপণে সাধন করিবে। যাহা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া ধারণা হইবে না, তাহার অপালনে তোমার প্রত্যবায় নাই।

৩৭

মিথ্যাকথন ও ব্যভিচার অত্যন্ত দোষাবহ পাপ বলিয়া গণ্য। কিন্তু স্থল বিশেষে তাহাও সুনীতিসঙ্গত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এরূপ স্থলে কর্ত্তার "অহং" বা স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা থাকিলেই সমূহ বিপদ। এইজন্য বিষয়-বাসনা-কলুষিত অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে যাহা মহাপাপ, আসক্তিশূন্য ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ মহাপুরুষের নিকট তাহা পাপও নহে পুণ্যও নহে।

৩৮

পুরাণে সুনীতির গর্ভে ধ্রুব বা ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বর্ণিত হইয়াছে। দেখ ধর্ম্মের প্রসূতি সুনীতি; সুরুচি বা কুরুচি নহে। তবেই বুঝ, সমাজ প্রচলিত সুরুচি বা

কুরুচির মূল্য অতি সামান্য। তাহা হইতে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হয় না। সুতরাং সুরুচি কুরুচি লইয়া বৃথা বিবাদ করিবে না। সুনীতিই মনুষ্যের অবলম্বনীয়। তবে সুনীতি অর্থেও এখানে ব্যবহারিক জগতের লোকপ্রসিদ্ধ সমাজ শাসনাদি বুঝিবে না। লোকের মুখে শ্রুত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক প্রচলিত শাস্ত্রেও সুনীতি কাহাকে বলে তাহা বিশদরূপে বিবৃত নাই। শাস্ত্র অনেক সময়ে মানব-মনকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধি-হীন করিয়া ফেলে। প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা বড় সুকঠিন। তত্ত্বরাশি ব্যবহারিক জগতে শাস্ত্রজাল দ্বারা সমাবৃত। ভগবানের অলঙ্ঘ্য ও অখণ্ডনীয় নিয়মাবলীকেই সুনীতি কহে। এই অভ্রান্ত ও অলঙ্ঘনীয় নিয়মাবলীর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহাদের সঙ্গে বা অনুকূলে চলাই ধর্ম্মসাধন, এবং অজ্ঞানবশতঃ তাহাদের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বা প্রতিকূলে গমন করার নামই পাপাচার।

৩৯

তত্ত্বপক্ষে বিচার করিলে দেখা যায় যে, জগতে বস্তুতঃই কিছু ভাল বা মন্দ নাই। আমাদের পাপপুণ্যের ধারণা বাস্তবিকই কাল্পনিক। পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও চিন্ময়ত্ব অনুভব করিবার পক্ষে যত কিছু অন্তরায় সকলই পাপ, এবং যত কিছু অনুকূল ব্যাপার সকলই পুণ্য নামে অভিহিত হইতে পারে। তবে ধর্ম্মোন্নতির ক্রম অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির মনে পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ধারণা হইয়া থাকে এ কথা সত্য বটে।

৪০

এই জগতে সর্ব্বদা লোকপ্রিয় থাকিবার চেষ্টায় লোকের

মুখরোচক সুবাসিত সুমধুর নীতিপুঞ্জের অনুসরণ করিয়া চলিবে না। প্রয়োজন হইলে, জগৎ যাহাকে একবাক্যে দুর্নীতি বলিয়া ঘৃণা করে কখন কখনও তাহারও অনুসরণ করিবে। কিন্তু মনে রাখিও আত্মসুখতৃপ্তি বা অপর কোন স্বার্থসিদ্ধির আশায় এরূপ দুর্নীতির অনুসরণ করিলে অধঃপতিত হইবে। বিশ্বপরিচালনার সহায় হইয়া, বিশ্বাত্মার সহিত এক যোগে যে কোন কর্ম্ম করিবে, তাহাতে কোন পাপ নাই। যে মহাত্মার "অহং" বিনষ্ট হইয়াছে তিনি কর্ম্মশূন্য সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত।

৪১

রিপুসকলকে বলপূর্ব্বক দমন করা অনেক সময়ে বিধেয় নহে। বরং কখন কখন রিপুগণকে প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। এরূপ করিলে কিছুকাল পরে তাহারা আপনারাই পরিশ্রান্ত ও দমিত হইয়া যায়। বল-প্রয়োগে দমন করিতে গেলে প্রায়ই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, অধিকন্তু আত্মার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

৪২

পুনরাবৃত্তির হেতুভুত বাসনাগুলিকে যদ্যপি নির্ম্মূল করিতে চাও, তবে অন্তঃসারশূন্য সমাজের কপট লোকাচার সকল অমান্য করিয়া, ভোগবাসনাগুলি যথাসম্ভব চরিতার্থ করিয়া লইবে। কিন্তু ভোগদ্বারা বাসনাক্ষয় করিতে যাইয়া আপনার লক্ষ্য ও গন্তব্য পথ কখনও বিস্মৃত হইবে না। বিচার দ্বারা বাসনা ক্ষয় করাই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে।

৪৩

শাস্ত্র বলেন "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"। অতএব যতদূর সম্ভব স্ত্রীকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাথী করিয়া লইবে। স্ত্রী ধর্ম্মের সঙ্গিনী না হইলে, তাহার সহধর্ম্মিনী নাম বৃথা হয়।

৪৪

স্ত্রী দুই প্রকার, বিদ্যা স্ত্রী ও অবিদ্যা স্ত্রী। যে স্ত্রী ধর্ম্ম-পথের সহায় তিনি বিদ্যা স্ত্রী, আর যিনি ধর্ম্মপথের অন্তরায় তিনি অবিদ্যা স্ত্রী। যদ্যপি মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাও তবে অবিদ্যা স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করিবে।

৪৫

২৪ বা ২৫ বৎসর বয়স্ক সুস্থকায় যুবা ১০ বা ১২ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু যতকাল শরীর ও মনের পূর্ণ পরিণতি না হয়, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অকপটভাবে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিবে।

৪৬

অত্যধিক ও অনিয়মিত স্ত্রীসংসর্গের বিষময় ফল সকল সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে। মনে রাখিবে অতিরিক্ত শুক্রব্যয়ে চক্ষু কোটরগত ও কালিমাযুক্ত হয়। শরীর ও মনের গ্লানি উপস্থিত হয়। জড়তা, মস্তিষ্কহীনতা, স্মৃতিশক্তির নাশ এবং সকল বিষয়ে বিরক্তি এইগুলি অতি ব্যয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল। আর কথা, যে মনে কামভাব প্রবল সে মনে বিশুদ্ধ প্রেম কখনও স্থান পায় না। যে দম্পতি ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত, তাহাদের মধ্যে পবিত্র দাম্পত্য প্রেম বিরল। কামের পরিণাম বিরক্তি, প্রেমের পরিণাম আনন্দ।

৪৭

যদি চতুর সাধক হইতে চাও তবে নিজে অটল ও অপরাজিত থাকিয়া স্ত্রীতে উপগত হইবে। এরূপ স্ত্রী-গমনে কোন ক্ষতি হয় না। মন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়ায়, সংসর্গকালে জপাদিকার্য্য, এমন কি ব্রহ্মচিন্তা পর্য্যন্ত চলিতে পারে। এই প্রকার সাধনে সিদ্ধ হইলে, কোন কোন তান্ত্রিক রহস্য এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হইবে।

৪৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই আধ্যাত্মিক রহস্যে পরিপূর্ণ। প্রতিনিয়ত শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুধ্যান দ্বারা বিশ্বপাতার বিশ্বপরিচালন কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব কিছু কিছু উপলব্ধ হয়। এইজন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আদর্শ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলের জন্য সকল কার্য্য সাধন করিবে।

৪৯

খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম এবং প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম, সকলই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের শাখা ও উপশাখা এবং ঐ বিশ্বজনীন ধর্ম্মের রূপান্তরিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।

৫০

শক্তি-উপাসক, কি তামস প্রকৃতির লোক কি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক সকলকেই নিজ কার্য্য-সাধনের উপযোগী করিয়া লইবেন। শক্তি সাধকের ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই পরিত্যজ্য নাই।

৫১

স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি মায়া-মমতাহীন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী

যে বস্তুতঃই সংসারবিহীন এরূপ মনে করিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞানী সন্ন্যাসীরা আত্মীয় কুটুম্ব সম্বলিত ক্ষুদ্র সংসার পরিবর্জ্জন করিয়া সমগ্র বিশ্বসংসারকে আপনার করিয়া লয়েন।

৫২

কোন বিধবা ভৈরবী হইলে নিজ কুল, বংশ ও গ্রামকে উদ্ধার করেন।

৫৩

সম্ভব হইলে, কাকচঞ্চু দ্বারা বায়ুপান এবং বিপরীত করণী মুদ্রা অভ্যাস করিবে।

৫৪

যে সকল স্ত্রী বা পুরুষ-মূর্ত্তি দেখিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় না, তাহাদের প্রস্তুত অন্নাদি ব্যবহার করিবে না। ঐরূপ লোকের সম্মুখে আহারও করিবে না। পতির হিতকারিণী স্নেহময়ী ভার্য্যা আহারকালে সর্ব্বদা পতির নিকটে থাকিবেন। কুক্কুরাদি ক্ষুধিত জীবের সম্মুখে এবং প্রকাশ্য স্থানে আহার করিবে না। এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলেও মনে কুভাবের উদ্রেক হয়।

৫৫

যে পরিবারে কোন এক ব্যক্তিকে কৃতী দেখিয়া পরিবারস্থ অপর সকলে ঈর্ষান্বিত, সে পরিবারের কখন মঙ্গল হয় না। অনেকের কুবাসনায় একের মঙ্গলকে নষ্ট করে। পরিবারের মধ্যে বিধবাগণকে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিবে। তাহাদের অতৃপ্ত বাসনাসম্ভূত উষ্ণ নিশ্বাস পরিবারের সমস্ত মঙ্গল নষ্ট করিতে পারে ইহা কদাপি ভুলিও না।

৫৬

উষাপান, বিশেষতঃ নাসিকা দ্বারা জলপান মঙ্গলকর। প্রাতে উঠিয়া বারিসিক্ত চণক ভক্ষণ করা শরীরের পক্ষে হিতকর। যত প্রকার খাদ্যদ্রব্য আছে তাহাদের মধ্যে ঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আধ্যাত্ম চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত ভোজন বড়ই প্রশস্ত। ঐরূপ ব্যক্তির ঘৃত পরিপাক করিবারও বিশেষ শক্তি আছে। তামস প্রকৃতির লোক ঘৃত পছন্দ করে না এবং পরিপাক করিতেও পারে না।

৫৭

মৎস্য মাংসাদি অপবিত্র খাদ্য উদরস্থ করিবে না। আমরা যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করি আমাদের শরীরও সেইরূপ পরমাণুতে গঠিত হয়। অতএব তামস পরমাণুর দ্বারা সাত্বিক দেহ গঠিত হইবে এরূপ আশা করা ভুল।

৫৮

স্নানের পুর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে বিশেষ করিয়া সর্ষপতৈল মর্দ্দন হিতকর। অবগাহন স্নানে জলের মধ্যে তাকাইয়া চক্ষু পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। শরীরে যতক্ষণ শৈত্য অনুভূত না হইবে ততক্ষণ স্নানের জন্য জল ব্যবহার করিবে।

৫৯

শ্রীগুরুর পদে ধন, প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র, যাহা কিছু প্রিয়, সকলই অকপট চিত্তে উৎসর্গ কর। গুরুকে ব্রহ্মমূর্ত্তি মনে করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলে ভক্তশিষ্যের মস্তকে শ্রীগুরুর সমস্ত আশীর্ব্বাদই বর্ষিত হয়।

ওঁ তৎ সৎ।

সেবকের পুষ্পাঞ্জলি

সেবকের পুষ্পাঞ্জলি

ভৈরবী—কাওয়ালি।

গুরুপদ দূরবীক্ষণে মন-আঁখি কর অর্পণ।
দূরস্থিতা হ'লেও মা মোর
হৃদে পাবে দরশন।
জ্ঞান ক্রিয়া ইচ্ছাবলে,
মা মোর খেলা করেন যে কৌশলে,
তাঁর স্বরূপ তত্ত্ব লীলা বুঝিবে তখন
একাগ্র দৃষ্টির বশে,
কুম্ভক হইলে শেষে,
মনস্থির হবে যাবে প্রাণের দোলন;
গুরুপদ কেন্দ্র মাঝে,
আমার মায়ের মূরতি রাজে,
(দেখে) অক্ষয় সফল কর বিফল জীবন।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

আমার মা বিনে আর কে মুছাবে আমার চোখের জল।
কে মোর গার ধূলি ঝাড়িবে দিয়ে বসন অঞ্চল।
তার কে মোরে আপন জেনে,
বুকের মাঝে লবে টেনে,
আনন্দে অধীরা হবে আঁখি ছল ছল।
জন্মদাতা জন্ম দিয়ে,
পাশে স'রে দাঁড়ান গিয়ে,
দেহরক্তে বাঁচান মা মোর প্রতি পলে পল;
মা প্রসব করিয়া পরে,
যতনে লালন করে,
(মা মোর) অশুচি করেনা বোধ, মেখে মুত্রমল।
এমন গুণবতী মার,
কে শুধিবে গুণধার,
অক্ষয়রে, সার কর মার পদতল;
মা'-ই বিশ্ব মুলাধার,
মার হাতে মুক্তি ভার,
(আমার) মা ছাড়িলে বাপের আশা জেনরে বিফল

মুলতান—কাওয়ালি।

মাগো আমার বিপর্য্যয় বুদ্ধিবশে ঘ'টেছে বিকার।
আমি বস্তুর স্বরূপ ভুলে একে দেখি আর।
রজ্জুকে সরপ জ্ঞানে,
চমকিয়া উঠি প্রাণে,
শুক্তিখণ্ডে মণি বোধে ছুটি অনিবার।
মা কামলা রোগী যেমন,
করে পীত দরশন,
সেই মত চক্ষে ধাঁধা লেগেছে আমার ;
দারা, পুত্র, পরিজন,
এদের কেন গো ভাবি আপন,
(ওগো) এরা কার কে আমার আমি বা কাহার।
মা সন্নিপাত গ্রস্তের মত,
আমি প্রলাপ বলি সতত,
না জেনে তোমার তত্ত্ব করিতে বিচার ;
ওগো অজ্ঞান নাশিনী শিবে,
আমার এ মোহ কবে নাশিবে,
(কবে) ভ্রম প্রলাপ যাবে, পাবে অক্ষয় নিস্তার।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ও মন মোহ নিদ্রাবশে কত ঘুমাইবে আর।
ল'য়ে বাসনা কামনা দুটী ললনা তোমার।
জাগাতে জগৎ বাসী,
পিক কণ্ঠেতে বসি,
ওঙ্কার রূপিণী মা মোর
দিতেছে ঝঙ্কার ;
এতেও ঘুমের ঘোর,
কেনরে ভাঙেনা তোর,
উঠ, দাও মার চরণে
করমের ভার।
অবিদ্যা শয্যায় শুয়ে,
জ্ঞান চক্ষু মুদিয়ে,
অক্ষয় দেখিছ স্বপ্ন
আমার আমার ;
ওই প্রতিধ্বনি হেসে বলে,
পবন হিল্লোলে দুলে,
তোমার কি আছে বল
সকলি ত মার।

মুলতান—একতালা।

আর অবগুণ্ঠনে থেকনা ভকতি
এস গো আমার সঙ্গে।
মনের আঁধার কোণেতে মুখানি লুকায়ে
কি ভাবিছ বসি রঙ্গে।
এস শ্রদ্ধা, মতি, শান্তি চিত্ত বিনোদিনী,
মিশি ভক্তি সঙ্গে হওগো সঙ্গিনী,
(ওগো) তোরা না চাহিলে ভবরঙ্গিণী
চাহিবে না অপাঙ্গে।
আমি দিব মার চরণে পরাণ প্রীতি,
মোর সাথে তোরা আয়গো ভকতি,
(চল্) মা রয়েছেন যথা,
হ'য়ে কৃষ্ণ মাতা,
বুকে ল'য়ে ত্রিভঙ্গে ;
ঐ ত্থাথ্ হেমলতায় দোলে নীলকান্তমণি,
আমি দুটীরূপ দেখে কোন্‌টি বাখানি,
(ওরে) অক্ষয় মন-চামর ঢুলাও
যুগল ব্রহ্ম অঙ্গে।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

আমার মন-বিহঙ্গ চল ব্রহ্ম-কানন
সেথা ব্রহ্মানন্দ রসেভরা ফলেছে ফল অগণন।
কল্পবৃক্ষে কল্পলতা,
নিয়ত জড়িত সেথা;
তার শীতল ছায়ে প্রাণ যুড়াতে চলরে তথা;
বসি পাখী শাখী পরে,
থাকিয়া লতার অন্তরে,
অচ্যুত পরমানন্দ ফল কর আস্বাদন।
নাহি তথা কাম-জাল,
খলতা, বিশাল-ব্যাল,
নাহি তথা ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষাদি নিষাদ দল;
আমার মন-পাখী নিশ্চিন্ত মনে,
থাক সেই ব্রহ্ম-কাননে,
এই বিষময় বিষয়ারণ্যে আর ক'রনা বিচরণ

কালাংড়া—কাওয়ালি।

আমার মন-তটিনী চল ব্রহ্ম-সাগরে।
সে যে নিস্তরঙ্গ সুধানিধি পরশে সন্তাপ হরে।
কাম, ক্রোধ, লোভ আদি
বিটপী যত দুকূলে,
সমূলে পাটিত কর
ওঙ্কার তরঙ্গ তুলে,
দ্বেষ, হিংসা, আবিল,
সন্তোষে করি নির্ম্মল,
আনন্দ হৃদয়ে চল
ধীরে ধীরে নীথরে।
মোহ-পর্ব্বত যদি সম্মুখে পড়িয়া যায়,
প্রখর জ্ঞানের স্রোতে ভাসাইয়া দিবে তায়,
কিম্বা তার বিঁধিবে হিয়া,
না পারিলে পার্শ্ব দিয়া,
সচ্চিদানন্দ সলিলে
মিশে যাবে তর তরে।

খাম্বাজ মিশ্র—কাওয়ালি।

আমার মন-মলয়ানিল, ধীরে ধীরে চল,
হৃদি-পঙ্কজ রেণু দিতে মার পায়।
বিরাগ-পাটে অনুরাগ-চন্দন,
অশ্রুজলে ঘসি চল সিঞ্চিতে মায়।
শ্রদ্ধা-কুসুম হ'তে ভকতি-সুগন্ধে,
বীজন করিতে মাকে, মাখ নিজ গায় ;
ওরে মন-সমীরণ,
মাকে ধীরে কর ব্যজন,
(মার) জগপালন-শ্রমজ-বিন্দু
যাহাতে শুকায়।
ওরে অক্ষয় জ্যোতির্ম্ময়ী মাকে হৃদি-পঙ্কজে
রেখে, হৃদি আলো কর রূপের ছটায়,
এতেও মা যদি না চায় ফিরে,
ঝাঁপিয়া কোলেতে চ'ড়ে,
তপ্তশ্বাসে মার
দুলাও অলকায়।

সুরট—একতালা।

অরূপ মা আমার স্বরূপ-অলঙ্কারে
সেজে ব'সে আছেন বিশ্ব-সিংহাসনে।
চঞ্চলা চপলা চরণ নুপূর
মেঘমন্দ্রে বাজে পদ সঞ্চালনে।
দশদিশি মায়ের সুচারু বসন,
নিতম্ব মেখলা মহোদধিগণ,

তটিনী শোভিছে বাউটী ভূষণে।
জীবপংক্তি মায়ের গল কণ্ঠহার,
শ্রবণ কুণ্ডল রবি, বৈশ্বানর,
পূর্ণ শশধর নাসার বেসর
ইন্দ্রধনু শোভে সিঁথী আভরণে ;
মা মোর নীল অম্বর চাঁচর চিকুরে,
বাঁধিয়ে কবরী তারকা নিকরে,
গুঁজি থরে থরে স্মিত অধরে
নিয়ত নিরতা জগৎ পালনে।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কারণ-বারি-তরঙ্গে, জলকেলি ছলে রঙ্গে,
খ্যালা কত খ্যালেন্ মা মোর সুচারু, চারুহাসিনী।
মায়ের শ্রীপদ তাড়নে কত ব্রহ্মাণ্ড-বুদ্বুদ উঠি,
কারণ-জলের স্রোতে চলিয়া অনন্তে ছুটি,
কেহ ডুবে কেহ ভেসে, ঘুর্ণোপাকে ফিরে এসে,
মার পদতলে বিশ্রাম লভে, মা যে মোর বিরামদায়িনী
কারণ-সলিল মাঝে কত ভানু শশধর,
কুমুদ কমল সম ফুটিতেছে নিরন্তর,
মা মোর কমল উপরে থাকি, কোকনদে পদ রাখি,
হাসিছে, স্থাথরে অক্ষয় চৈতন্য-ঘন-রূপিনী।

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

সেই তত্ত্বাতীতা তত্ত্বময়ীর তত্ত্ব কর মন।
যিনি ভূত আহার ভূতকে দিয়ে
করিছেন ভূত পালন।
মন বুদ্ধি অহঙ্কার,
ইন্দ্রিয়াদি যাঁর বিকার,
ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম
যাঁর বিবর্ত্তন।
যাঁর চেতনায় অচেতন,
সচেতন প্রতিক্ষণ,
সেই চেতনাদায়িনী মাকে ভাব অনুক্ষণ;
ভাব তত্ত্বমসি সারাৎসারে,
তাঁরে ডুবাও মানস-সরোবরে,
(অক্ষয়) আপনা ভুলে মানস-জলে,
মায়ের সঙ্গে হও মগন।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আমার শ্যামা মায়ের প্রতিচ্ছায়া
নীল আকাশের গায়।
ঐ দ্যাখ্ চরণ তলের বিমল কিরণ অরুণ প্রভায়।
মার পদ-নখর সুধাংশু অংশু দ্যাখ ঐ চাঁদ-গায়,
আঁখির তারার জ্যোতিঃ মঙ্গল সুখ-তারায়,
মায়ের মুণ্ডমালা মনোহর,
সপ্তর্ষি তারা-নিকর,
ছুটিতেছে ধূমকেতু মায়ের হাসি ছটায়।
নবীন নীরদ মার চাঁচর চিকুর ছায়,
লোল জিহ্বার আভা আকাশ-গঙ্গায়,
কর্ণদুল শিশুমার,
ধ্রুবতারা শিশু মার,
অক্ষয়রে বার বার নম মা'র পায়।

মুলতান—আড়াঠেকা।

ও মন সদানন্দময়ী মাকে দেখ্‌বি যদি ছুটে আয়।
ঐ ত্যাখ্‌ তরঙ্গিনী তরঙ্গ ভঙ্গে রঙ্গিনী মাকে নাচায়।
আমার মায়ের মধুর হাসি,
অম্বরে অম্বরে মিশি,
সে হাসি প্রবাহ ছুটি লাগিছে প্রণব গায়;
তাই ওঙ্কার ঝঙ্কার দিয়ে,
মায়ের হাসি ছড়াইয়ে,
জগৎ হাসায়ে হাসি ঢেলে ত্যায় ক্ষণপ্রভায়;
তাই ক্ষণপ্রভা হাসি হাসি জলদে নেচে বেড়ায়।
মন ঐ দেখ রাকা শশী,
মায়ের সুষুমা রাশি,
গায় মাখি হাসি হাসি ঢ'লে পড়ে মায়ের পায়;
আবার আপন চন্দ্রিকা দিয়ে,
মায়ের পদ প্রক্ষালিয়ে,
পদ-নখরে আশ্রয় ল'য়ে দশচন্দ্র হ'য়ে যায়
ওরে অক্ষয় মার রাঙাপদ ধুয়ে দে আঁখি ধারায়।

ভীমপলশ্রী—আড়াঠেকা।

ওরে আমার রঙ্‌ভোলা মন,
আয়রে আমার সঙ্গে আয়।
মায়ের অঙ্গপ্রভা মুখের হাসি
(ও মন) দেখ্‌বি যদি জগৎ গায়।

মায়ের অঙ্গ প্রভা শোভা করে,
চপলা, ইন্দু মাঝারে,
(আবার) সেই প্রভা মার প্রভাকরে যেয়ে
জগতে প্রভা বিলায়।

আমার মায়ের মুখের মধুর হাসি,
ল'য়ে কালা হ'য়ে খুসি,
হাসি হাসি বাজিয়ে বাঁশী,
পাগল করেন গোপিকায়;

আবার মার হাসি ধ'রে অধরে,
ঐ ছাখ্‌ ফোটাফুল সব থরে থরে,
(তারা) সোহাগ ভরে লুটিয়ে পড়ে
(আমার) সুহাসিনী মায়ের পায়।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালি।

এ দেহ-মন্দিরে সুপ্তানন্দময়ী বিরাজ করে।
মন সাধক সুপ্তা মাকে সদাই ব্যস্ত পূজাতরে।
মন চক্ষে ল'য়ে রূপ রাশি,
শ্রবণে মধুর ধ্বনি,
নাসিকায় সুগন্ধ ঘ্রাণে—
পূজিতেছে কুণ্ডলিনী,
সুরস ঢালি রসনায়,
সদা তৃপ্ত করিছে মায়,
স্পর্শানন্দে পূজা করে—
অহৈতুকী ভক্তি ভরে।
এ নিত্য পূজায় মন,
জাগ্রতা না দেখে মায়,
মাকে জাগাতে ছুটে
জ্ঞান ভক্তি পথে ধায়,
জ্ঞান-জালে, ভক্তি-ডোরে,
কেবা মাকে বাঁধ্‌তে পারে,
(মা মোর) স্বতঃপ্রকাশ মনোলয়ে
উদিতা হন অন্তরে।

সুরট—একতালা ।

ও মন নিত্যানন্দময়ী চৈতন্য রূপিণী
সুহাসিনী মায়ের কাছে চল যাই ।
কেন দিশে হারা হ'য়ে ঘুরিবি আঁধারে,
ওরে সন্ধ্যা হ'য়ে এল আর বেলা নাই ।
ও মন যদি কপাল ফেরে পড়িস্ রে আঁধারে,
তবে মঙ্গল কিম্বা ধ্রুব লক্ষ্য ক'রে,
(তুমি) চ'লে যেও মন মাকে খুঁজিবারে
(আমার) লীলাময়ী মায়ের যেথা সেথা ঠাঁই ।
মন ঐ মা রয়েছেন ত্থাথ মরুত হিল্লোলে,
তাই তমালে জড়ায়ে তরুলতা দোলে,
(মায়ের) আনন্দ কাননে বিকসিত ফুলে
মায়ের হাসি খেলে ত্থাথ সদাই ;
ও মন কিম্বা ত্থাথ মাকে দ্বিদল মাঝারে,
মা তোমার সঙ্গে রঙ্গে থাকেন একত্তরে,
(ও মন) ভক্তিহীন অক্ষয়ে মাকে দেখিয়ে দেরে
(দেখে) শান্তিময়ীর পদ চির শান্তি পাই ।

ভৈরবী—একতালা ।

ওগো যোগীজন হৃদি রঞ্জিনী।
একবার নাচগো আমার হৃদয়-কমলে
বাজায়ে চরণ-শিঞ্জিনী ।
মা তোর নুপুর ঝঙ্কার, অতি সুমধুর,
বেণু বীণারব গঞ্জিনী ;
তোর লয় তাল যুত, গতি অদভূত,
জিনি চঞ্চলা খঞ্জিনী ।
ত্রিসপ্তকোপরি, নিয়ত সঞ্চরি,

মা তোর সে স্বর তরঙ্গ, করে মোহ ভঙ্গ,
(ওগো) জীব চিত-নিরঞ্জিনী
ওমা নেচে তালে তালে, ফুটাও কমলে,
রিপু দল বল—লাঞ্ছিনী ;
তব আরক্তিম পদ, নাশয়ে বিপদ,
(ওগো) অক্ষয় দুঃখ ভঞ্জিনী।

সুরট-- একতালা।

ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী মাতা, হও আবির্ভূতা,
আমার আঁধার হৃদয় কন্দরে।
(মম) তমসাবৃত কলুষিত চিত
কর আলোকিত তব স্নিগ্ধ করে।
মা তুমি শীতলতা গুণে কোটী সুধাকর,
তাই শান্তি সুধাধারা ঝরি নিরন্তর,
আনন্দিনী রূপে প্রবাহ ছুটিয়ে
তরঙ্গ তুলিছে জীবের অন্তরে।
আমার মার জ্যোতিঃ মাঝে বিশ্বচরাচর,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র নিকর,
ডুবে আছে ভাসি তাই মৃদু হাসি,
সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে মারে ;
আমার মার জ্যোতিঃ মেখে সব জ্যোতির্ম্ময়,
জ্যোতির মাঝারে আঁধার কিসে রয়,
অক্ষয়ের হৃদি আঁধার কাটিল,
তাই তার হাসি ধরেনা অধরে।

বেহাগ—যৎ।

মহাশক্তি মহেশ্বরী মা মোর
খেলিছে নিজ ইচ্ছায়।
কন্দুক করিয়া জীবে মা ফেলিছে যথা তথায়।
নিত্যধামের নিত্য সুখ,
তেয়াগিয়ে পেতে দুঃখ,
কেহত করেনা ইচ্ছা জন্মিতে নর ধরায় ;
আমার মার ইচ্ছায় গোলক ছেড়ে,
শ্রীহরি নর উদরে,
শ্রীপতি বৈকুণ্ঠ ত্যেজে
তির্য্যক যোনিতে যায়।
আমার মায়ের ইচ্ছার বশে,
সুধাকরে রাহুগ্রাসে,
বোবা পড়ে ব্রহ্ম সূক্ত
পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘয় ;
আমার মায়ের স্বরূপতত্ত্ব পাব ব'লে,
কেউ থাকে মার পদতলে,
(আবার) "দেহি পদপল্লব" ব'লে
কেউ পায়ে ধ'রে লুটায়।

দেশ-মল্লার—একতালা।

পীযুষ পারা স্নেহের ধারা
(মা মোর) ঢাল্‌তেছেন প্রতিক্ষণে।
তাই জগতে ভালবাসে
একজনে অন্য জনে।
মার স্নেহ পেয়ে সুধাকর,
ঢেলে দ্যায় ওষধি উপর,
ওষধি তাই ফলদানে
তৃপ্ত করে জীবগণে।
জগতের তাপ ল'য়ে,
আমার মার স্নেহ জলদ হ'য়ে,
জীবতাপ নাশিতে ঢালে স্নেহ
বারিদ, বরিষণে।
আমি যে দিকে চাহিয়ে দেখি,
আমার মায়ের স্নেহে মাখামাখি,
(স্নেহ) রসরূপে তৃষা নাশে
প্রাণ জুড়ায় সমীরণে।

গারা-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আমার মা আনন্দময়ী ব'লে জগৎ আনন্দময়।
মা মোর আনন্দ সুধার সিন্ধু আনন্দ প্রবাহ বয়।
আনন্দে তটিনী চলে,
বীচিমালা পরি গলে,
স্বামী সোহাগিনী
সিন্ধু পতিতে হ'তে তন্ময়।
আনন্দ হৃদয়ে ভোরে,
পাখীগণ শাখী পরে,
প্রেমানন্দে মাথা নেড়ে
মাকে ডেকে কত কয়।
আনন্দেতে সহকারে,
মাধবী জড়ায়ে ধরে,
ফুট্‌লে ফুল সোহাগভরে
ডেকে লয় মধুপচয়।
আনন্দ সুধার কণ—
বিন্দু পেয়ে ঋষিগণ,
আত্মানন্দে যোগ ধ্যানে
নিয়ত নিরত রয়।

দেশ-মল্লার—একতালা।

আনন্দেতে ভাসে জগৎ
(আমার) রূপসী মার রূপ ধারায়।
তুলে রঙ্ বিরঙে রূপের তুফান্
(আমার) মা কত খেলা খেলায়।
নব নব দূর্ব্বাঙ্কুরে,
মায়ের রূপ লুটায়ে খেলা ক'রে,
ছুটে যেয়ে হেলে দুলে
নাচিছে কচি পাতায়।
ছুটিয়ে রূপ দিশি দিশি,
নীল আকাশে মিশি,
চাঁদে বসি হাসি হাসি
জোছনাতে গড়িয়ে যায়।
কাল জলে হংসী সনে,
মায়ের রূপের খেলা পদ্মবনে,
(তাই) পদ্মিনী প্রফুল্ল মনে
ডাকে ভ্রমর আয় রে আয়।

ভৈরবী—একতালা।

মায়ের ভাব তরঙ্গ রঙ্গতুলে ছুটে ছুটে যায়।
তোরা কে আছিস্‌রে ভাবের ভাবুক
ডুব্‌ দিবিত আয়।

মায়ের ভাব তরঙ্গে পাগল বাবা,
সাঁতার দিতে তলিয়ে যায়,
(আবার) সেই তরঙ্গে নেচে নেচে
কালাচাঁদ বাঁশী বাজায়।

ভাবের উত্তাল তরঙ্গ দেখে,
নিত্যানন্দ পাগল প্রায়,
(আবার) সেই তরঙ্গে মহাপ্রভু
প'ড়ে হাবুডুবু খায়।

আমার মায়ের ভাবে কেউ বা হাসে,
কেউ কেঁদে ধূলায় লুটায়,
(অক্ষয়) ভাব তরঙ্গে ভয় যদি তোর,
দাঁড়িয়ে থাক্‌রে কিনারায়।

ভৈরবী—একতালা।

মম হৃদি-সরোবরে মন-পঙ্কজে
বাসিয়া সুচারু হাসিনী।
ওমা মধুর হাসি হাসিয়া
হাসাও কল কল রবে তটিনী।
মা হাসির তরঙ্গ দাও ছুটাইয়া,
স্বামী সোহাগিনী হাসুক লুটিয়া,
(মা তুমি) হাসিয়া হাসাও রজনীকান্তে
হাসুক দেখিয়া যামিনী।
ওমা হাসি ঢেলে দিয়ে ফুলের মাঝারে,
গুন্ গুন্ স্বরে হাসাও ভ্রমরে,
(ওগো) শিশুর অধরে মাখাইয়ে হাসি
হাসাও মেঘেতে দামিনী।
ওমা এবার আমার হেসে কাজ নাই,
কাঁদিতে এসেছি কেঁদে চ'লে যাই,
(আমি) পাছুতে চাহিলে যেন গো দেখি
আছিস্ রঙ্গ রঙ্গিনী।

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

আমার টানে কেন মায়ের দিকে মন।
আমার মা জানে আর আমি জানি
নাহি জানে অন্য জন।
মাকে পতি, পিতা, সখা ব'লে
যে ডাকে নাহি বারণ,
(কিন্তু আমার) মন ছুটে যায় মায়ের পানে
নদী সমুদ্রে যেমন।
মা-সোহাগে ছেলে আমি
মা ছেড়ে থাকিনে কখন,
(আবার) গলা ছেড়ে ডাকি মাকে
যদি হয় মা অদর্শন।
মোরা মায়ে পোয়ে থাকি সদাই
এই মনের আকিঞ্চন,
(সদা) ঘুরি ফিরি দেখি মায়ের
মুখ খানি আর শ্রীচরণ।
আমি মার মা আমার
আমি সেই আশায় বেঁধেছি মন,
(এখন) কালের ভয় আর কি করি
মায়ের কোলে যতক্ষণ

সুরট—একতালা।

দুটী, মা আমারে
আমার দুটী বাহু ধ'রে
টানাটানি করে
কোন্ পথে যাই।
আমার চঞ্চল মতি সদা শূন্যে গতি,
বুঝে পথে হাঁটি হেন সাধ্য নাই।
অপরা ও পরা মা দুটী আমার,
মনোভাব এঁদের বিভিন্ন প্রকার,
অপরা মা বলে পাতারে সংসার,
পরা মা বলে তার দাও মুখে ছাই।
আমার অবিদ্যা মা বলিছে আয় মোর বাছারে,
আমি মণি মুক্তাহারে সাজাব তোমারে,
দিব দারা, সুত, হস্তী, হয় অযুত
ভোগ্য বস্তু দিব যাহা চাবে তাই ;
আমার বিদ্যা মা কহিছে, ক্ষণিক সুখের তরে,
ও পথে অক্ষয় কভু যেওনারে,
(তুই) মোর সাথে যাবি নিত্য সুধা খাবি,
নিত্য ধামে কাছে থাকিবি সদাই ;
এখন অক্ষয় পড়িয়ে উভয় সঙ্কটে,
চাহে ভুক্তি, মুক্তি দুটী মার ঠাঁই।

ঝিঝিট—একতালা।

আমার মায়ের ভাবত যায়না জানা।
মা মোর ব্রজপুরে রাসবিহারী,
শিবের বুকে দিগ্বসনা।
আমার মা কভু রাজরাজেশ্বরী,
আবার শিবরূপে পথের ভিখারী,
কভু মা বৈকুণ্ঠপুরে
লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা।
মা কভু চামুণ্ডা উগ্র প্রকৃতি
আবার অন্নপূর্ণা শান্তিমতী,
(মা মোর) হাস্যমুখী রাধা কভু
(আবার) জানকী অশ্রুনয়না।
মা কভু বিশ্ব প্রসবিনী,
কভু সৃষ্টি সংহারিণী,
(মা মোর) চৈতন্যরূপিণী কভু
(আবার) মোহময়ী অচেতনা।
মা মোর ভাবাভাব দ্বন্দ্বাতীতা,
আবার ভাবেই মা মোর বশীভূতা,
(তুমি) ভাবে ভুলে ডাক অক্ষয়
(সেই) ব্রহ্মরূপা সবাসনা।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

একবার মা মা ব'লে ডাক্ দেখিরে মন।
তোর ধন রত্ন চায়না মা মোর
ডাক্‌লে খুসি হয় যেমন।
ডেকে দ্যাখ্ দেখি মন হৃদয় খুলে,
মা আস্‌বে কাছে স্নেহে গ'লে,
তুল্‌বে কোলে বল্‌বে তোরে
আয় আমার অঞ্চলের ধন।
ও মন মা আসিলে তোমার কাছে,
তুমি আনন্দে বেড়াবে নেচে,
ভয় যদি পাও ধর্‌বে মাকে
প্লবগ শিশুর মতন।
শ্ব-শিশু মুদিত চোখে,
মনাবেগে মাকে ডাকে,
(ও মন) তুমি তেম্‌নি ডাক্‌লে মাকে
মা ছুটে আস্‌বে তখন।

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

মায়ের চরণে মজ মন।
ও মন তুমি কার কে তোমার
কার জন্যে জ্বালাতন।
ও মন ভ্রমর যেমন সরোজদলে,
তেম্‌নি থাক মার চরণকমলে,
(বৃথা) কেয়াফুলে ব'সে কেন
চোখ্‌ খোয়াবি অকারণ।
ও মন ছিদলে মার পদতলে,
তুমি থেকেও মাকে না চিনিলে,
(কেন) অমূল্য কৌস্তভ ফেলে
কাচে কর আকিঞ্চন।
কত শত সুর নরে,
যে পদ মায়ের বাঞ্ছা করে,
(ওরে) অক্ষয়রে তোর কপাল ফেরে
ভাব্‌লি না মার সে চরণ

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি।

মার কোলে ব'সে জড়িয়ে গলা কাঁদ্‌ব
চেয়ে মুখপানে।
আমি হৃদয় ব্যথা বল্‌ব মাকে যা আছে।
মোর যেথানে।
মা বিবিধ রোগেতে ভোগী,
হ'য়েছি গো চির রোগী,
(তাহে) জনমি অশান্তি-প্লীহা
হৃদয় রক্ত লয় টেনে ;
তার উপসর্গ আশা-শোথে,
বিষয়-তৃষ্ণা দিনে রেতে,
(আমার) তৃষ্ণা শান্তি কর মা
চরণ অমৃত রস দানে।
মা তোর নামে সদা অরুচি,
ভোগ-কুপথ্যে রুচি,
(তোর) নাম সুধা খেতে হৃদি
ফেটে যায় কাঠবমনে ;
মা তুই না কর্‌লে প্রতিকার,
তোর অক্ষয় বাঁচ্‌বে না আর,
(ওমা) জয়মঙ্গল রস দানে
বাঁচাগো তোর সন্তানে

ভৈরবী—কাওয়ালি।

মা দেখা দিয়ে কোথা চ'লে যাও।
আমি পাছে ধ'রে দিই, হৃদয় গারদে
তাই বুঝি তুমি ভয় পাও।
দূর আঁধারে ক্ষীণ দীপালোকে,
দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য পলকে,
(ওমা) তেমতি আমার আঁধার হৃদয়ে
জ্বেলে দিয়ে আলো কেন নিভাও।
ধরি ধরি করি যদি ছুটে যাই,
কিছুতে তোমার নাগাল না পাই,
(ওমা) ধরিতে তোমারে হই দিশেহারা
কোন্ পথে যাব ব'লে দাও।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার মানস দুয়ারে আসি ধীরে ধীরে
মধুর হাসি হাসিয়া।
চপলার মত চঞ্চল পদে
কেন যাও মাগো চলিয়া।
ক্ষণেকের তরে মানস-মোহিনী,
দাঁড়া, বলি দুটো মরম কাহিনী,
আঁখি জলে হৃদি যাতনা মিশায়ে
চরণে দিইগো ঢালিয়া।
দীনজন দুঃখ যাতনা নাশন,
জনম বারণ ও রাঙা চরণ,
পলক পড়িতে পাছে গো হারাই
তাই সদা থাকি চাহিয়া
প্রাণের ভরসা মরমের বল,
মায়ের ও পদ কমল যুগল,
রাখরে অক্ষয় হৃদয় কমলে
মন মৃণালে বাঁধিয়া।

পিলু—যৎ।

আদর ক'রে হৃদ্-মাঝারে
যতনে রাখিয়ে মায়
(আমার) পাগল আঁখি গ্যাখ্‌রে চেয়ে
কেবা আছে তুলনায়।

মার অনুপম অঙ্গশোভা,
নিরখিয়ে ক্ষণপ্রভা,
চমকি চমকি ভয়ে
জলদ গায়ে লুকায়।

মার অতুলনীয় বদন,
করি শশী দরশন,
আপন তুলনা দিতে
কলঙ্ক মেখেছে গায়।

মার হাসিতে দশন পাঁতি,
নাশিছে মুকুতা ভাতি,
তাই মুকুতা সিন্ধু তলে
শুক্তি মাঝে চ'লে যায়।

আমি কত আর দিব উপমা,
মা যে আমার নিরুপমা,
জীবনে মরণে অক্ষয়
ভুলনারে সুখদায়।

———

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি।

মা তোর ভুবন মোহিনী রূপ হেরিব না আর।
তোর ভয়ঙ্করা বিশ্বহরা রূপ দেখিতে সাধ আমার।
মা কালাগ্নি রূপ ধরিয়ে,
সংহর্ত্তা সংহারিয়ে,
সৃজন পালন বিধি
করগো ছার্‌খার্‌;
কিম্বা সম্বর্ত্ত মেঘরূপেতে,
গর্জ্জিয়া অশনিপাতে,
চূর্ণ বিচূর্ণ কর
এ ভব সংসার।
মা ঢালিয়া প্রলয় বারি,
নাম রূপ ধ্বংস করি,
ডুবাইয়ে রবি শশী
করগো আঁধার;
জীবগণ মা মা ব'লে,
কাঁদিয়া আকুল হ'লে,
তুলে ল'য়ে প'র গলে
করি কণ্ঠহার।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

ও মন ভক্তি-গাঙে ভাসিয়ে দেরে জীবন-তরণী।
হৃদি পাছুলায়ে রাখি শ্রীগুরুপাটনী।
কামাদির ঝঞ্ঝাবাতে,
আর পার্‌বে না তরী ডুবাতে,
হালি ধ’রে থাকেন্‌ যদি গুরু আপনি।
শ্রদ্ধা, মতি দুটী দাঁড়ি,
এদের ল’য়ে দাও রে পাড়ি,
ফেলে ভক্তি-নদীর প্রেম-তরঙ্গে আশা-ক্ষেপণি ;
ওরে অক্ষয় রে পারে যেতে,
তোর থাক্‌বে না ভাবনা চিতে,
(তুই) ভবের ঘাটে দেখ্‌তে পাবি ভব-ঘরণী।

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

মা তোমারে ভালবাসি কই, ওগো দয়াময়ি।
আমি বিষয় মদে মত্ত হ'য়ে সতত কুপথে রই।
অশান্ত চিত্ত আমার,
পাপে রত নিরন্তর,
(ওমা আমি) তোমায় যদি বাস্‌তাম্‌ ভাল
(তবে) জান্‌তাম না আর তোমা বই।
ওমা অনিত্য বিষয়ে ম'জে,
এবার ডুব্‌লাম মা তোমায় না ভ'জে,
(একবার) চেয়ে ছাখ মা নয়ন কোণে
আমি কি তোর কেহ নই।
ওগো পতিতপাবনী তুমি,
তোমায় কি ভার দিব আমি,
(অবোধ) অক্ষয়ের নিস্তারপথ,
তব পদ কৃপাময়ী।

মুলতান—কাওয়ালি।

মা এই বিফল জীবন ল'য়ে ভবে আর থাকৃব কতদিন।
এবার না করিলাম ভজন সাধন
(আমি) মূঢ়মতি জ্ঞানহীন।
মা তব পদে নাহি মতি,
সতত কুপথে গতি,
ওগো নিজের শক্তি নাই মা ফিরাই, শক্তিহীন;
তুমি মা দিয়ে সুমতি,
ঘুচাও আমার অবিরতি,
আমার মন যেন থাকে তব চরণ সরোজে লীন।
মা তুমি গো দীনতারিণী,
শরণাগতপালিনী,
ভবাব্ধিতরণে তব চরণ তরণী;
আমি পাব ব'লে সেই ভরসায়,
প'ড়ে আছি তোর রাঙা পায়,
আমায় শ্রীপদে ঠেলনা যেন হইয়া হিয়া-কঠিন।

ভৈরবী—একতালা।

মনটি আমার রঙ্ করা।
উপরেতে চক্‌চকে তার
ভিতরেতে জঙ্ ধরা।
সাপ্টা আমের চটক্ যেমন,—
খোলাটি তার সোণার বরণ,
মনের আমার ভড়ক তেমন
ভিতর টোকো আঁশ ভরা।

ওত্ পেতে মাকড়সার মত,
আমার মন ব'সে থাকে সতত,
পড়্‌লে শীকার ধরে তেড়ে
দিয়ে তারে জালজড়া।

ছল্ ক'রে মন জেগে ঘুমায়,
এর বোঁচ্‌কাটী ওর্ কাছে থ্যায়,
ডুব দিয়ে জল খায় সে সদাই
হরকছমে থুক্‌পড়া।

এমন পাজি মনটী সঙ্গে ক'রে,
আর ঘুরিস্ না অক্ষয়রে,
মনের ময়লা কাটাস্ যদি
মায়ের কাছে চল্ ত্বরা।

গারা-ভৈরবী—একতালা।

আমার মন ম'জনা বিষয় রসে।
মায়ের অভয় পদ সার কর মন
ত'রে যাবি অনায়াসে'।
ও মন বিষয় কেবল বিষে ভরা,
তুমি সে বিষ খেয়ে জ্যান্তে মরা,
তবু জেনে শুনে ছাড়্‌তে নার,
ওরে এ কেমন তোর্ লাগল দিশে।
ও মন যে চরণে শরণ নিলে,
সর্ব্ব দুঃখ যায় রে ভেসে,
তুমি সেই অভয়ার চরণ তলে,
থাকরে আনন্দে ব'সে।

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

এবার মনের সঙ্গে ভালবাসা হ'ল না আমার।
আমি যা বলি মন তা শুনে না, একি রীতি তার।
আমি বলি মার চরণে,
মন থাক তুমি রাত্রি দিনে,
মন সে কথা না শুনে কানে একে করে আর।
ওরে মনরে তোমার পায়ে পড়ি,
তুমি আর খেলনা লুকোচুরি,
চল তোমায় আমায় লুটাই যেয়ে শ্রীচরণে মার।
ও মন এখন ত সময় আছে,
চল যাইরে মায়ের কাছে,
মা মোর শান্তিময়ী দয়াবতী স্নেহের আধার।

ভৈরবী—একতালা।

সদাই মনটী আমার ফুক্ ফুকে।
মন যা দ্যাখে তায় মেতে উঠে
আবর্জ্জনায় থুক্থুকে।
সাতটী বুদ্ধি একটী ক'রে,
রাখি যদি চোঙে ভ'রে,
তবু মনটী ঘুর্ ঘুরিয়ে
বেড়ায় কেবল লুক্লুকে।
ওরে মন তোর পায়ে পড়ি,
যাস্নে তুই আর কার বাড়ী,
আপন ঘরে থাক্রে ব'সে
পেকে হবি টুক্টুকে।
ছড়ান মন কুড়িয়ে এনে,
দে রে অক্ষয় মার চরণে,
ভক্তিরসে মেজে ঘ'সে
ক'রে তারে চুক্চুকে।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মনটী আমার মত্তকরী বাঁধা তারে ভার।
বিষয়-পঙ্কে রয় সে সদাই নড়ে না একবার
বুদ্ধি-মাহুত যদি বাধ্য ক'রে সাধনায়,
বিষয় কাদা ধুয়ে ত্বায় ফেলে জ্ঞান-গঙ্গায়,
জ্ঞান জল না যেতে ঝ'রে,
ইন্দ্রিয় শুণ্ডেতে ক'রে,
মোহ-ধূলি মাখে গায়
মানে না বাধা কাহার।
মন-মাতঙ্গে যদি বাঁধিতে সাধ তোমার,
ওরে অক্ষয় সাধনা কর প্রাণায়াম, প্রত্যাহার,
অহঙ্কার-শিকলে তারে,
কেহ কি বাঁধিতে পারে,
সাধরে যম, নিয়ম
পা দুখানি ধ'রে মার।

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আমার মনের মত হওরে আমার মন। (ওরে মন আমার)
কেন এথা ওথা ছুটাছুটি কর তুমি অকারণ।
ও মন হও তুমি একাগ্রমতি,
সদা ভাবরে মায়ের মূরতি,
(তোমার) ক্ষিপ্ত, মূঢ় ভাব, থাকিতে
পাবে না সাধনের ধন।
ওরে মন আমার বচন ধর,
তুমি নিজ বৃত্তি রোধ কর,
কিম্বা যথা যাবে তথা,
মাকে কর দরশন।
ও মন যে দিন মায়ের দেখা পাবে,
তোমার হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হবে,
করম ফুরাবে তব
সংশয় হবে ছেদন।

সিন্ধু যৎ।

মার স্নেহ ভুলে মোহে ম'জে
ও মন কেনরে তুই ভুলিস্ মায়।
(মন) কতদিন আর খেল্‌বি ভবে
(ও তুই) ধূলি কাদা মেখে গায়।
তোর ভোগ, বাসনা, যশেরডালি,
মান, অভিমান—কাদা, ধূলি,
(ও সব) ধুয়ে মুছে যাস্‌রে চলি
নহিলে স্থান পাবিনে মার সেথায়।
ও মন অক্ষয় মায়ের কোলের ছেলে,
তারে মা যদিরে ফ্যালে ঠেলে,
(তবে সে) চোখের জলে ভিজিয়ে দিবে
মায়ের আল্‌তা মাখা রাঙা পায়

বেহাগ- –ঝাঁপতাল।

মন অন্ধকারে আর রেখনা আমায়
ল'য়ে চল মায়ের কাছে।
তুমি আগে আগে চলরে মন
(আমি) যাইরে তোমার পাছে পাছে।
মা আমার আঁধারে আলো,
মায়ের কান্তি সুশীতল,
(যেতে) কান্তিময়ীর শান্তিধামে
(ও মন) তুমি ভিন্ন কেবা আছে।
কিন্তু পথে যেতে তোমার সনে,
আমি বড় ভয় বাসি মনে,
(তোমার) শাখামৃগ সম স্বভাব
বেড়াও পাছে গাছে গাছে ;
ও মন অক্ষয়ে ফেলনা ঘোরে,
মার চরণে রাখ তারে,
যে পদ-পঙ্কজ শিব,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু সদা যাচে।

সিন্ধু—খং।

মোর চল্‌তে হাঁটু ভেঙে পড়ে
ওমা নড়া ধ'রে নে মোরে।
এই ভবের পথে পিছল্ ভারি
যায় পদে পদে পা স'রে।
ক্ষীণ ধর্ম্ম আলিপথে,
মোহ অন্ধকার তাতে,
আমি কিগো চল্‌তে পারি
তুই যদি না নিস্ ধ'রে।
মা আমি যদি ধরি তোরে,
আমার পিছলে পা সর্‌তে পারে,
(কিন্তু) তুই যদি ধরিস্ গো মোরে
(তবে) চ'লে যাই মা তোর জোরে।
সুদূর আঁধার পথে,
মা তুমি না থাকিলে সাথে,
(তোর) অক্ষয় কি গো পারবে যেতে
তাই কেঁদে বলে তোরে।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

বাড়ী বাড়ী ফির্‌ছে ঘুরি ও মেয়েটী কার।
ঘোম্‌টা ঢাকা মুখ্‌খানি তার চিন্‌তে পারা ভার।
মনে বুঝে প্রাণের ব্যথা,
মনের সঙ্গে কয় সে কথা,
ওটীর মত ব্যথার ব্যথী
কেবা আপনার।
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান,
ঐ মেয়েটী করে দান,
ঐ ক্ষায় ক্ষুধায় অন্ন,
জল পিপাসার;
পথ ভ্রান্তে পথ দেখায়,
ঐ রোগীর গায়ে হাত বুলায়,
কোমল করে মুছায় দুঃখীর
নয়ন অশ্রুধার।
ও মেয়েটির পরিচয়,
যা বুঝেছে অক্ষয়,
ওটী বড় দয়াবতী স্নেহের আধার;
ওটী সময় বুঝে ভেল্কি করে,
একবার ভাঙে একবার গড়ে,
(অমন) অঘটন ঘটাতে পটু নাহি দেখি আর।

সাহানা—আড়াঠেকা।

স্নেহভরা হৃদয়খানি নয়ন জলে।
বলে কোথারে অঞ্চলের নিধি
আয় বাঁধি আঁচলে।
যেন উন্মাদিনী প্রায়,
প—থে প—থে বেড়ায়,
কভু ধায় যমুনায়
কদম্ব তলে।
আলু থালু বেশে যায়,
অঞ্চল ভূমে লুটায়,
সচকিত চিতে চায়
ঐ আসিছে ব'লে।
অক্ষয় কহে, ঘোষাণী
দেখিলাম তোর্ নীলমণী,
মাধবী কুঞ্জের মাঝে
আছেন যুগলে।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

আমার জীর্ণ কুটীরে হৃদি-কুশাসনে
চুপ্ ক'রে মা ব'সে থাক্।
হেরি রূপমাধুরি, নয়ন ভোরি,
মরম যাতনা দূরে যাক্।
মা তোর কাল-বিনাশী, ও রূপরাশি,
ধ্যানযোগে যেন দেখি দিবানিশি,
আমি আপনা পাসরি, তোমারে নেহারি,
(আমার) আমি পুড়ে যেন হইগো খাক্।
মা বেঁধে রেখে তোর রাতুল চরণে,
খেলা কর ল'য়ে আমার পরাণে,
(ভক্তি) ভিখারী অক্ষয়ে যদি কর রাজা
বাজিবে মা তোর নামেতে ঢাক্।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মা তোর অমরবাঞ্ছিত ঐ চরণ যুগল।
জুড়াতে হৃদয়-জ্বালা, ছায়া সুশীতল।
সংসার-আতপ-তাপে যে জন তাপিত অতি,
নাহি জানে তন্ত্র মন্ত্র আবাহন স্তব স্তুতি,
ওগো সে যদি গা ঢেলে ছায়,
মা তোর চরণ-ছায়,
সন্তাপ জুড়ায়ে যায়
পায় আনন্দ সুবিমল।
মার পদকল্পতরুতল যে জন করেছে সার,
মা মোর জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি ফল হাতে তুলে দেন তার,
ওরে অক্ষয় এ শুভ যোগ,
ছেড়না টুটিবে ভোগ,
(তুমি) প'ড়ে থাক তরুতলে
করিতে পার-সম্বল।

পিলু—যৎ।

তারণ কারণ মার চরণবিটপী ছায়।
চলরে তাপিত মন শীতল হইবে কায়।
মার শ্রীপদ-করুণা কণ,
জুড়াতে জীব-জীবন,
মার স্নেহসমীরণে মিশি
নিয়ত বহে তথায়।
সকল সুখ-কারণ,
হেরিলে মার ও চরণ
মার নিন্দিত শারদ ইন্দু
মুখপানে কেবা চায়।
মার পদকল্পতরু তলে,
হৃদয়-ভকতি ঢেলে,
ওরে অক্ষয় থাকরে ব'সে
ছাখ মা কি করে তায়।

ভৈরবী—একতালা।

এ কেমন মেয়ে।
রণমাঝে বিবসনা নাচে ধেয়ে ধেয়ে।
দেহে বল নাহি ধরে,
আবেগে উথলি পড়ে,
সম্মুখে যাহারে পায়
উজার করে খেয়ে।
গৃহিনী হ'য়ে উলঙ্গ,
রণমাঝে করে রঙ্গ,
দেখে জড় সড় ভোলা
মনে ভয় পেয়ে;
ভোলা কপালে তুলিয়া চোখ
বল্‌তে কথা গেলে ঢোক্,
তাই থত মত খেয়ে আছে
ফ্যাল্ ফ্যাল্ চেয়ে।
ওগো মা তোর কেমন কায,
কলঙ্কে নাহিক লাজ,
চিরকাল কাটালে বাবা
তোর জ্বালা স'য়ে;
হ'লে মা বাপে চির বিবাদ,
ছেলের চির বিষাদ,
তোরা ব'লে দেগো অক্ষয় দাঁড়ায় কোথা যেয়ে।

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

ভোলানাথে ভুলাইতে এ কি রূপ ধরিলি তারা।
লুকালি কোথা সে রূপ, মহেশের মনোহরা।
কাকধ্বজ রথোপরি, ব'সে আছ মহেশ্বরী,
বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কাতরা।
বিধবারূপ ধরিয়ে বাম করে সূর্প ল'য়ে,
দক্ষ করে বরমুদ্রা বিলম্বিত পয়োধরা;
বিবর্ণ রুক্ষ কুন্তল, দেহ নয়ন কুটিল,
দীর্ঘাঙ্গী উন্নতনাসা সদা কলহতৎপরা।
পরিধানবস্ত্র মলিন, অল্পদন্ত দেহ ক্ষীণ,
ভবমুখে নাহি কথা, রূপ দেখে তোর ভয়ঙ্করা;
অক্ষয় প্রণতি করি, কহিছে হরসুন্দরী,
আর দুঃখ দিও না ভবে তুমি যে মা দুঃখহরা।

ভৈরবী—একতালা।

মাটী আমার টুক্‌টুকে।

মার পায়ে চাঁদের ছড়াছড়ি
চকোর বেড়ায় লুক্‌লুকে।
রক্তবরণ পরণ-শাটী,
গায়ে গহনা পরিপাটি ;
মায়ের নিঙ্‌ড়ে ভানু মাজা তনু
তাইতে রাঙা চুক্‌চুকে।
লাল টুক্ টুক্ দুটী পায়,
আলতা পরা, জবা তায়,
মার এলোকেশে মোহ নাশে
ত্থাথ্‌রে ও মন ধুক্‌ফুকে।
ডাক্‌লে মা তোয় কোলে ল'তে,
ওরে অক্ষয় কিরে পারবি যেতে,
হাজা পচা মনটী যে তোর
পোকাপড়া থুক্‌থুকে।

ইমন-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

বালার্ক বরণী কার রমণী একাকিনী,
আনন্দদায়িনী সাক্ষাৎ শব্দ-ব্রহ্ম-স্বরূপিনী।
সহস্রদল কমলে,
ব'সে অতি কুতূহলে,
দ্বিদলে পদপঙ্কজ
স্মেরাননা সনাতনী।
রক্তাম্বর পরিহিতা
সর্ব্বাভরণ ভূষিতা,
এলোকেশী ত্রিনয়না
ইন্দুদ্যুতি কিরীটিনী ;
মায়ের চতুষ্কর শোভা করে,
পাশাঙ্কুশ অভয় বরে,
তুঙ্গ কুচে সুধা ভরা
ভবক্ষুধা নিবারিণী।
মায়ের চরণে মণি-মঞ্জীর,
কিবা দৃশ্য মনোহর,
রূপ দেখে অনুমানি,
শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণী ;
মা মোর রূপে গুণে অনুপমা,
বরবপু মনোরমা,
ওরে অক্ষয় তরিবি যদি,
চেয়ে ত্থাখ মার পদ-শিঞ্জিনী।

মিশ্র আলাহিয়া—একতালা।

ওগো নিরুপমা হরললনে!
আমি কার সাথে দিব তোমারি তুলনা
দেখিতে পাইনে নয়নে।
বধিরান্ধ কবি দেখিতে পায়না
শুনিতে পায়না শ্রবণে,
ওম। তাই তোকে বলে কোকিলভাষিণী
মরালগামিনী চলনে।
মা তোর সপ্তস্বরে শ্রুতিমাখা যে বচন
পীযূষ ঢালিছে কথনে,
পশেনা সে বাণী কবির শ্রবণে
তাই বলে পিক-ভাষণে।
ওমা নানা লয় তালে ছন্দ-মঞ্জীর
সদা বাজে তোর চরণে,
বলিত কি কবি দেখিলে সে গতি
তোমাকে মরাল-গমনে।
রূপে গুণে তব কোথায় তুলনা
ওমা তুমিই তোমারই তুলনে,
ওরে অক্ষয় সতত থাকরে নিরত
নিরুপম পদসাধনে।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মায়ের কালরূপ-সাগরে ডুবেছে আমার মন।
উঠিতে অবশ তনু কেমনে বাঁচি এখন।
অমানিশার গায় জলদের সমাবেশ,
তেমতি শোভিছে মার পৃষ্ঠেতে চাঁচরকেশ,
মা মোর আপন গরবে চলে,
হাসিতে বিজলী খেলে,
অপাঙ্গে চাহিলে ভোলে
কত মদনমোহন।

মায়ের রূপজলধি জলে যেজন স্থায় সাঁতার,
সেজন চলিয়া যায় ভবজলধি-পার,
ওরে অক্ষয় মোর কথা শোন,
তোর সাঁতারে কি প্রয়োজন,
তলিয়ে চরণ তলে
ধর হৃদে শ্রীচরণ।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

আমার অন্তরে লেগেছে কালরূপের বাঁধন।
প'ড়েছে জটিলগ্রন্থি (আর) খোলে কি কখন।
কালরূপে প'ড়ে বাঁধা,
আমার নয়নে লেগেছে ধাঁধা,
(আমি) অন্য রূপ দেখিতে দেখি
তিমির বরণ।
কালরূপ হৃদে রাখি,
থাকি যদি মুদে আঁখি,
কালরূপ করে হৃদে অমিয় বর্ষণ ;
কালরূপ নিরমল,
প্রাণ করে সুশীতল,
তাই বিষজ্বালা জুড়াতে বুকে রাখেন ত্রিলোচন।
কালরূপে ডুবে গেলে,
সেকি আর খুঁজে মেলে,
কালরূপ ভেবে ভোলা হারায় চেতন ;
যেরূপে যে ভুলে যায়,
ওরে অক্ষয় ভুলনা তায়,
তুমি কাল ভাব, ভোলা ভাবিছে যেমন

কালাংড়া—কাওয়ালি।

মন কালরে দিওনা তুমি হৃদি অধিকার।
বাড়িবে বিষম জ্বালা যাতনা অপার।
কালরূপ হৃদে পশি,
বাড়ায় দুঃখের রাশি,
সোণার সংসার ভেঙে
করে ছারখার।
ব্রজধামে বাঁকা কালা,
পাইয়ে সরলা বালা,
দিয়েছে যে কত জ্বালা
হৃদয়ে রাধার ;
আরও ছাথ ঐ কাল,
শান্ত শিষ্ট নিরমল,
স্বামী-হৃদি-শতদল
দলে বার বার।
স্বয়ম্ভু ব্রজের বালা,
পাইয়ে কালর জ্বালা,
তবু কাল রেখে স্থায়
হৃদয় মাঝার ;
ওরে অক্ষয় কালকে পর,
না ভেবে কর আদর,
কালই মুছাবে তোর
হৃদয় আঁধার।

সিন্ধু—যৎ।

ঐ দ্যাখ্ রাঙা দুটী ফুল ফুটেছে
শিব-হৃদি-সরোবরে।
ঐ ফুল তুলিতে বাসনা আমার
সদাই জাগে অন্তরে।
জ্ঞানময় কার ধ্যান লয়ে,
এখন রয়েছেন অজ্ঞান হ'য়ে,
(চল্) এই বেলা ফুল তুলে আনি
পাগল ভোলার অগোচরে।
পাগল ভোলা জানে কত রঙ্গ,
প্রহরী তার কালভুজঙ্গ,
(তুমি) সাবধানে ফুল তুলো
যেন নাহি দংশে ফণাধরে।
তুলিতে ফুল সরোজলে,
ডুবিস্ যদি ফুলের তলে,
(তবে তুই) চিরতরে ডুবে থাকিস্
ওরে অবোধ অক্ষম রে।

সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

হের ঐ অমরা বালিকা কালিকায়।
সদানন্দ হৃদে নিত্যানন্দময়ী প্রমদায়।
ঐ কামিনী কামদায়িনী,
নির্গুণে সগুণকারিণী,
অচেতন শিবে রতি-
দানে রাখেন চেতনায়।
ঐ কামেশ্বরী দিগম্বরী,
দিগম্বর-বক্ষোপরি,
নিয়ত সুরতরত
বিশ্বসৃষ্টি কামনায়।
হেরিয়ে মার পয়োধর,
কামমুগ্ধ স্মরহর,
যোগতত্ত্ব হারাইয়ে
সাধেন সদা কামদায়।
চল সখি ভক্তি মতি,
দেখি ঐ যুগল মূরতি,
পাপ আঁখি জুড়াবে অক্ষয়
মনজবা দিয়ে পায়।

মিশ্র আলাহিয়া—একতালা।

হই লুণ্ঠিত তব চরণে। (মাগো)
আমায় বঞ্চিত ক'রনা ও রাঙা চরণে ওগো দীনশরণে।
নিরাপদ জেনে ও পদদুখানি
রেখেছি হৃদয়ে যতনে,
ভুলিতে কি পারি আমিগো ও ধনে
জীবনে অথবা মরণে।
সদা বাসনা-অনল জ্বলে ধিকিধিকি
আমার হৃদয়-কাননে,
(ওমা) ঢেলে কৃপাবারি নিভাও আগুনে
ওগো বারিদ-বরণে।
কামনা-বাতাসে উড়ি মোহ-ধূলি
আমায় অন্ধ করেছে নয়নে,
(ওগো) নেগো জননী অঙ্কয়ে ধ'রে
চ'লে যাই মোরা দুজনে।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মন চল মূর্ত্তিমতী শান্তিময়ীর শান্তিনিকেতন।
মণিদ্বীপ মাঝে মাকে করিতে দর্শন।
ধরম-সুধাসাগর-বেষ্টিত পরিখা তার,
বৈদূর্য্যমণিখচিত সত্য পন্থা চারিধার,
কল্পবৃক্ষ পথ ধারে,
চতুর্ব্বর্গ ফল ভারে,
আনন্দ-সমীরে দোলে
নাহি পাপ-প্রভঞ্জন।

মণিপীঠোপরি মা মোর বসিয়া কমলাসনে,
সাজি মনোরমা নানা মনোরম বিভূষণে,
মা মোর নয়নে ঢালিছে স্নেহ,
হাসিতে নাশিছে মোহ,
দয়া-স্তন্য-সুধা ধারে
বাঁচায় জীব-জীবন।

আগম নিগম বেদ মার অঙ্গ আভরণ.
উজলিয়া দশদিশি করে জ্ঞান বিকীরণ,
মা মোর ল'য়ে চতুষষ্ঠিকলা,
নিয়ত খেলিছে খেলা,
(ওরে) অক্ষয় খেলরে খেলা
ল'য়ে মার শ্রীচরণ।

বাগেশ্বরী—আড়াঠেকা।

অনিন্দ্য সুন্দরী মাগো তুমি মহাসতী।
অশক্তে শকতি দাও মা তুমি গো শকতি।
স্মৃতি, বুদ্ধি, ধৃতি, বল,
ওমা তুই না দিলে এ সকল,
মনের জড়ত্ব হ'ত
রহিত হ'ত গতি।
মেঘেতে দামিনী যেমন,
মা তোর আহ্লাদিনী শক্তি তেমন,
খেলিলে জীব-অধরে
শোভা করে অতি;
মাগো তোর চেতনায় জগৎ চলে,
তোরই কথা জীবে বলে,
কহে না কেবল তোমার কথা
অক্ষয় দুর্ম্মতি।

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি।

ও মন কুরঙ্গ কুসঙ্গ ত্যেজে মার নিকটে চল্।
সেথা আনন্দ-সাগরে সুখপ্রবাহ কেবল।
সেই আনন্দ-সাগর মাঝে,
কিবা প্রাতে কিবা সাঁঝে,
নিরন্তর ফুটে আছে সোনার কমল;
তার মধ্যে দ্বিদল'পরি,
ব'সে মা মোর মহেশ্বরী,
বিশুদ্ধকমলে রাখি চরণ যুগল।
সেই আনন্দময়ীকে দেখে,
হৃদয় মাঝারে রেখে,
অক্ষয় পরমানন্দে হও ঢল ঢল্;
তোমার মানস-পসরা ভরা,
প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান—পরা,
মায়ের চরণে ঢেলে দাওরে সকল।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মন কর চিন্ময়ী-চারুচরণ সাধনা।
ধর ঐ পরম পদ ত্যেজে বিষয় বাসনা।
স্থূল জ্যোতিঃ নিরাকার,
যে ভাবে ভাবিতে পার,
অন্তরে রাখিয়ে তাঁরে
সদা কর ভাবনা ;
ভাবিতে ভাবিতে মাকে,
ভুলে যেও আপনাকে,
যোগেশ্বরী সাথে যোগে
সিদ্ধ হবে কামনা।
ভাবময়ীর মহাভাবে,
যে দিন ডুবিয়া যাবে,
(ওরে) অক্ষয়, অক্ষয় হবে
ঘুচিবেরে যাতনা ;
মুছে যাবে বাহ্য দৃশ্য,
মা-ময় দেখিবে বিশ্ব,
চৈতন্যরূপিণী অঙ্গে
থাকিবে তোর চেতনা।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

ওগো রসানন্দদায়িনী মাগো ধন্য সাধ্য তোর।
তুই করলি সরস নীরস হৃদি ভাঙ্‌ল মোহ ঘোর।
আমার হৃদয় ছিল পাথরপারা,
ঢেলে রস-সুধা-ধারা,
(ওমা) রসময়ী সুধাসিক্ত
ক'রে দিলি মোর।
ভূরাদি লোক সকল,
ওমা কে না তোর রসে রসাল,
(মাগো) তোর রস বিনা হ'ত
শুষ্ক কঠোর;
'রসো বৈ সঃ' রসেশ্বরী,
রসমাখা পদ ধরি,
বিরস ক'রনা অক্ষয়-
মানস-চকোর।

পিলু-বারোঁয়া—যৎ।

মরণ যাতনা ভাবি কেন ভীত হও মন।
সেই অন্তক-ভয়বারিণী-কোলেতে আছ যখন।
মূর্ত্ত্য অমূর্ত্ত্য যত,
যা কিছু জীবিত মৃত,
(মা মোর) আপন ভাবি রাখেন বুকে
সতত করি যতন।
জলদে জন্মি চপলা,
ক্ষণেক করিয়া খেলা,
ভাঙিলে উপাধি, শেষে
কারণে হয় মগন।
কারণে কার্য্যের লয়,
হ'লে, লোকে মরণ কয়,
(অক্ষয়) কে কোথা মরেছে ভবে
মার কাছে করে গমন।

বেহাগ—যৎ।

আমার মন-শশাঙ্ক অস্ত যাও
মার চরণ-অস্তাচলে।
তোমার আর যেতে হবেনা কাল-
রাহুর করাল কবলে।
মন আকাঙ্ক্ষা-কলঙ্ক রেখা,
কেনরে তুই বুকে ধরি,
লোভ স্বার্থপরতা
কিরণমালা প্রসারি,
কত ঘুরিবিরে শূন্য পথে,
কামনা-চকোর সাথে,
প্রবৃত্তি-সলিলে ভাসি
কুমুদী ফুটাবি জলে।
বাসনার আবর্জ্জনা অক্ষয় মেখনা গায়,
রঙ্গিন খেলনা পেয়ে যেনরে ভুলনা মায়,
মায়ের চরণ শতদল,
নিবৃত্তির অস্তাচল,
ডুবিলে সে সুধা-শৈলে
ফিরেনা জীব কোন কালে।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মিছে অসার সংসারে কেন ঘুরে মর মন।
চল দেখিতে বিমলা মাকে জুড়াতে নয়ন।
মা মোর সিন্ধুতটেতে বসি যেতে ভব-সিন্ধু পারে,
ডাকিতেছেন পাপী তাপী আয় কে পারে যাবিরে,
ওরে সময় তোদের ব'য়ে যায়,
এই বেলা উঠ খেয়ায়,
(আমি) কাণ্ডারী রেখেছি ঘাটে
জগন্নাথ পতিতপাবন।
বিমল ভৈরবী-চক্র মার আনন্দবাজার,
চক্রেশ্বর জগন্নাথভৈরব নিযুক্ত মার,
তাই নাহি তথা জাতিবিচার,
ব্রহ্মভাবে একাকার,
ছাড়িলে বিমলা-ক্ষেত্র
সকলে পৃথক্ বরণ।
আমার কৌলিনী মায়ের পায় প'ড়ে থাকরে অক্ষয়,
মা মোর জীবদেহের দেহী পরমাত্মা বেদ কয়,
সেই মার মূর্ত্তিভেদ,
দেখে রথে মিটাও খেদ,
(তাঁরে) দিয়ে উপহার বাসনা রাশি
মার কাছে কর গমন।

মূলতান—কাওয়ালি ।

আমার মন চলরে স্বীয়-কারণে।
ধর সে ধনে, পরম যতনে,
ও মন যাঁর ত্রিগুণে বাঁধা তুমি
সেই ত্রিগুণা চরণে।
ত্রিগুণা গুণবিক্ষোভে করেন সৃষ্টি স্থিতি লয়,
মা মোর গুণ-সাম্যে শান্তিময়ী আনন্দিনীরূপে রয়,
সেই সগুণা নিগুর্ণা মাকে,
যেভাবে ভাবে সাধকে,
(মা দ্যান্) আকাঙ্ক্ষাবিহীনে মুক্তি,
প্রার্থীকে ভোগবন্ধনে
গুণময়ীর গুণপাশ যদি ছিন্ন কর মন,
শক্ত ক'রে ভক্তি-ডোরে দেরে মাকে বাঁধন,
মা মোর বন্ধনযাতনা পেলে,
ও মন তোর বাঁধন দিবেরে খুলে,
(মন তখন) অক্ষয়কে ল'য়ে যাস্
মুক্তিময়ীর সদনে।

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

মন তুই মায়ের পূজা রেখে তুলে
জীবপূজা ধর।
আমার মায়ে জীবে অভেদ আত্মা
নহে স্বতন্তর।
আপন মঙ্গল তরে,
প্রীতি, প্রেম উপচারে,
মায়ের মূরতি জীবে
পূজ নিরন্তর।
দাও বৃক্ষে ভাব-আলিঙ্গন,
লতায় প্রেমবন্ধন,
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গে
কররে আদর।
কর ক্ষুধিতেরে অন্নদান,
আর্ত্তজনে পরিত্রাণ,
মর্য্যাদা-বিহীনে তুমি
ভেবনারে পর।
আমার মায়ের খেলা জীবের ঘরে,
পূজিলে জীবে অক্ষয়রে,
মার দয়া ঝরিবে মাথে
করি ঝর-ঝর।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার অন্তর-আকাশে কে গো জ্যোতির্ম্ময়ী,
মাঝে মাঝে এসে লুকাও গা।
আহা মরি মরি কি রূপ-মাধুরী
জীবনে নয়নে দেখিনি যা।
ওমা দাঁড়া স্থির হ'য়ে,
দেখি চেয়ে চেয়ে,
আঁখিতে ওরূপ ধরে কি না;
রূপ চোখে না ধরিলে,
উথলি পড়িলে,
হৃদয় মাঝারে রাখিব তা।
ওগো অক্ষয়-মানস,
করিয়া সরস,
আর কোথা তুমি যেওনা মা;
আমি ভক্তি অভক্তিতে,
পারি যেই মতে,
বাঁধিয়া রাখিব দুখানি পা।

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি।

অন্ধ রূপনেশা থাকে যদি, মায়ের পানে চা। (রে নয়ন)

ঐ আখ্ লাল টুকটুক্ পা দুখানি হিঙুল বরণ গা।

ও রূপসমষ্টি হ'তে, রেণু-রেণু এ জগতে,

যে যা ল'তে পেরেছে সে ল'য়েছে তা।

আখ পালঙ্ক উপরি শিবে,

শয়ন করায়ে শিবে,

(সেই) শিব-নাভি-কমলেতে

ব'সে আমার মা;

মা মোর রূপেতে মিশায়ে হাসি,

ভুলায় জগৎবাসী,

তাইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি

মায়ের পালঙ্ পা।

মা মোর বয়সে বালা ষোড়শী,

মুখে মৃদু মধুর হাসি,

সে হাসিতে বিশ্ববাসী

বিশ্ব ভুলে যা;

কিন্তু অক্ষয় ভুলনা তাতে,

তুমি চাও, শেষগতি যাতে,

নিরয়-বারণ ঐ

চরণ—মোক্ষদা।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

শ্রবণে পশিয়া কার গান।
আমার আকুল হৃদি-যমুনা বহিছে উজান।
মরমভেদী সে স্বর,
তুলিয়া ভাব-লহর,
চিত বেয়াকুল করে,
ডুবে মন প্রাণ।
মুরলীধর অধরে,
যে স্বর বাঁশরী-স্বরে,
ভুলে যাতে ব্রজবালা,
এ নহে সে তান।
এ যে অনাহত নাদরূপিণী,
আমার মায়ের কণ্ঠের ধ্বনি,
ওঙ্কার ঝঙ্কার,
হৃদে তুলিছে তুফান।
সেই সুমিষ্ট প্রণবস্বরে,
বিশ্ব বিমোহিত করে,
চলরে অক্ষয়, যাই
করিতে সন্ধান।

মুলতান—কাওয়ালি।

জ্ঞান-যোগ-ভক্তি-তরি বিনা আরোহণ।
এই দুস্তর ভব-সাগর-পারে কে করে গমন।
এ প্রপঞ্চ ব্রহ্মময়, মায়ের মূরতি হয়,
অনুক্ষণ এই ধ্যানে থাক নিমগন ;
সম্মুখে মায়িক বিশ্ব, সকলই হবে অদৃশ্য,
সচ্চিদানন্দরূপিণী পাইবে তখন।
হঠ, রাজ, মন্ত্র, লয়, যেই যোগে ইচ্ছা হয়,
সাধ সেই যোগ গুরুপদে রাখি মন ;
তখন হৃদয়-বেদি মাঝারে দেখিতে পাইবে মারে,
স্থিরা, জ্যোতির্ম্ময়ী, রক্তিম বরণ।
মায়ের অন্তরদ্বারে, ভক্তি-করাঘাত ক'রে,
ডাক মাকে সকাতরে করিয়া ক্রন্দন ;
সন্তান-রোদন-ধ্বনি, শুনে মা এসে তখনি,
তোমায় কোলে লবে, অক্ষয় রে ভাব কি কারণ।

খট্—যৎ

আমার হৃদয়-চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াও চণ্ডী শুভঙ্করী।
বিপরীত রতাতুরা কামরতি-পীঠোপরি।
আমার মানস-মনোভব,
ইচ্ছা-রতি পীঠ তব,
(ওমা) দলিয়া পদযুগলে
(আমার) কাম নাশ কামেশ্বরী।
ভাবশূন্য জীব-চিতে,
আত্মত্যাগ শিক্ষা দিতে,
(ওমা) আপন মাথা আপনি কাটী
রেখেছে গো করে ধরি।
জীবের হৃদয়ে বল সঞ্চার,
ওমা করে তোর রুধিরধার,
নিষ্কামী বীরসাধক
দেখে তোয় নয়ন ভরি।
মন- আবেগ-যোগিনী সনে,
মায়ের ভাব-শোণিত পানে,
শক্তি সঞ্চয় কর অক্ষয়,
নিজমতি স্থির করি।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আমার হৃদয়-ভূধর মাঝে বসি বুদ্ধি-উমাসতী।
তুমি হওগো যোগনিরতা, পেতে জ্ঞান-শিবপতি।
ইন্দ্রিয় সংযত ক'রে,
উত্তর-সাধিকা তরে,
জয়া বিজয়া দুটী সখী রাখ—শ্রদ্ধা, মতি।
বৈরাগ্য করি আসন,
ল'য়ে পরা ভক্তি-ধন,
নিমীলিত মনশ্চক্ষে ব'স গো সতি;
লও নির্ব্বিকল্প যোগ,
ভবসাথে ভবরোগ
যাবে, অক্ষয়-জ্ঞান-ভবে কর প্রণতি।

বেহাগ—একতালা।

এস হে প্রাণেশ এস মায়াধীশ
ব’স হে হৃদয় আসনে।
তব নিরমল জ্যোতিঃ,
হেরি দিবারাতি,
সুষুপ্তি স্বপন জাগরণে।
রবি-করোজ্জ্বল জ্ঞান বিভাতি,
অসীম আনন্দ প্রেমের মূরতি,
তব নিতি নিতি নাহিক বিরতি,
অচৈতন্য জীবের চেতনা সাধনে।
ওহে তুমি শান্ত তূর্য্য সকল নিষ্কল,
তুমি যদুপতি নন্দদুলাল,
নাদবিন্দু কলার অতীত
সদারত জীব-কল্যাণে ;
ওহে তুমি নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, চৈতন্য,
সকলই তোমাতে কেহ নহে ভিন্ন,
মোহাচ্ছন্ন অক্ষয় কেমনে বুঝিবে
দাও হে ভকতি লুটাই চরণে।

পাহাড়ী—একতালা।

তোতে মোতে খেলা করি ভাই
ওরে আয় কানাই।

তুই মোর জন্ম-জন্মান্তরের সাথী
(ওরে) তোর মত মোর সাথী নাই।

ওরে কি খেলা তোর মনে আছে,
খুলে বল্ ভাই আমার কাছে,
পারি যদি খেল্‌তে যাব
নহিলে খেলায় কায কি ভাই।

ওরে ভু দিতে তুই জানিস্ ভাল,
লুকোচুরি তাই কি খেল,
আড়াল থেকে ভু ভু করিস্
কেমন ক'রে খুঁজে পাই।

ও ভাই কানামাছি ক'রে মোরে,
চোখ্ দুটো আর বাঁধিস্ নারে,
হাত্ বাড়ায়ে ধ'রতে তোরে
কেবল মাথায় টোকা খাই।

ওরে দোড়দোড়ি খেল্‌তে গিয়ে,
প'ড়্‌লি কি ভাই ওচোট্ খেয়ে,
দাঁড়া আমি ছুটে যেয়ে
তোর পায়েতে হাত বুলাই।

পাহাড়ী—একতালা।

কে যাবিরে প্রেমের নদীয়ায় আমার সঙ্গে আয়।
গৌর-প্রেমের উৎস উঠে, ছুটে প্রেমে ন'দে ভেসে যায়।
রাই-প্রেমে হ'য়ে উতলা,
ব্রজে কালা করত খেলা,
(এখন) কালা রাধার ভাবে গৌর হ'য়ে
ডাকিছে ব্রজের কালায়।
মধুর ভাব গৌরলীলা,
সম্ভোগ, বিরহ-জ্বালা,
(গোরা) সম্ভোগে আনন্দে ভাসে
বিচ্ছেদে ধূলায় লুটায়।
প্রেমাবেশে ঢ'লে ঢ'লে,
কোথায় ব্রজের হরি ব'লে,
(গোরা) প্রেমমিশান চোখের জলে
কেঁদে কেঁদে বুক ভাষায়।
হরি-প্রেমে মাতোয়ারা
জীব তরাতে ন'দের গোরা,
(তোরা) হরি বল্ হরি বল্ ব'লে
দ্বারে দ্বারে নাম বিলায়।
মহাভাবের আবেশ হ'লে,
গোরা আপনাকে আপনি ভোলে,
(তখন) সে যে কোথা যায় গো চ'লে
স্বরূপতত্ত্ব কেবা পায়।

হাম্বীর—কাওয়ালি।

কিবা মধুর মূরতি অবধূত।
প্রশান্ত সাগর সম প্রশান্ত হৃদয়
আনন্দ-প্রবাহযুত।
ধরমাধরম-করম-বিবর্জ্জিত,
স্থিত-তত্ত্বজ্ঞান তন্ত্র-বহির্ভূত,
ধূলি-ধূসরিত গাত্র,
উন্মিলিত জ্ঞান-নেত্র,
বিমুক্ত আশা পাশ—
সঙ্গী প্রমথ ভূত
আদি অন্তহীন শূন্য বাসনা তব,
বন্ধু-বৈরী-বর্ণাচার-বিরহিত তুমি ভব,
শঙ্কর উমাপতি,
পশুপতি জীবগতি,
তার ভবতারণ।
অক্ষয় তব সুত।

ভীমপলশ্রী—কাওয়ালি।

এই ভব-পারাবারে যদি তরিবিরে মন।
তবে সাদরে সাধরে পঞ্চমকার সাধন।
শিরস্থিত সরসীরুহে যে সুধা ক্ষরিত হয়,
সে অমৃত-মদ্যপানে হওরে আনন্দময়,
হবে ঢুলু ঢুলু দু'নয়ন, আধ জড়িত বচন,
উঠিতে অবশ তনু স্খলিত চরণ।
মা শব্দে রসনা তার অংশ রসন্,
সেই বাক্য-মাংসে সযতনে কররে ভক্ষণ,
জিহ্বাকে সংযত করি, (ও মন) থাক মৌনব্রত ধরি,
তুমি প্রাণপণে ছাড় মন বৃথা আলাপন।
গঙ্গা যমুনা সম ইড়া পিঙ্গলা মাঝে,
শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী মৎস্য দুটি সদা রাজে,
কুম্ভকে নিরোধ ক'রে, সে দুটিকে রেখে ধ'রে,
তোমার আয়ু-বল-বৃদ্ধিতরে কররে সেবন।
সহস্রার মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকায়,
মধ্যে পারদ সম অবস্থিতি আত্মার,
সেই তত্ত্বজ্ঞান-মুদ্রা, (মন) থাও ত্যেজে মোহনিদ্রা,
তোমার বারবার হবে না আর জনম মরণ।
মৈথুন পরম তত্ত্ব জগৎ-কারণ,
রমণ রামবাচক বিশ্বরঞ্জন,
সেই মৈথুনসুখ অক্ষয়, পেতে যদি ইচ্ছা হয়,
তবে জীব আত্মা পরমাত্মায় কররে মিলন।

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

ব্রহ্মসনাতনী মা মোর করমরূপিণী।

ম্যার কর্ম্মক্ষেত্র জীব-হৃদি, মাই কর্ম্ম-প্রসবিনী।

মা একেলা জন্মরহিতা,

হ'য়ে নানা রূপান্বিতা,

জীব-জগৎরূপে লীলা-প্রকাশিনী ;

মা মোর সন্তানে প্রসবিয়ে,

নিজ গুণ-কর্ম্ম দিয়ে,

(তার) মানসে বসিয়া খ্যালে মানসমোহিনী।

মনশ্চক্ষু যেথা চলে,

ইন্দ্রিয় কি রিপুদলে,

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মূলে,—কামনাদায়িনী ;

ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যপাপে,

আমার মাই ভোগে সুখতাপে,

কর্ম্মভীত অক্ষয়, কেন ভাবরে দিন যামিনী।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতমস্তু।